HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজকর্ম ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৫ – সমাজকর্মের সাথে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা এবং পেশার সম্পর্ক

টপিক – ০১ সামাজিক বিজ্ঞান

টপিক

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ০১: সামাজিক বিজ্ঞান
টপিক ০২: সমাজকর্ম ও সমাজবিজ্ঞান
টপিক ০৩: সমাজকর্ম ও নৃবিজ্ঞান
টপিক ০৪: সমাজকর্ম ও মনোবিজ্ঞান
টপিক ০৫: সমাজকর্ম, পৌরনীতি ও সুশাসন
টপিক ০৬:সমাজকর্ম ও সুশাসন
টপিক ০৭:সমাজকর্ম ও অর্থনীতি
টপিক ০৮:জনবিজ্ঞান ও সমাজকর্ম
টপিক ০৯:বিভিন্ন পেশার সঙ্গে সমাজকর্মের সম্পর্ক
টপিক ১০:সমাজকর্ম এবং চিকিৎসা পেশা
টপিক ১১:সমাজকর্ম ও আইন পেশা

টপিক

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ১২: সমাজকর্ম ও সাংবাদিকতা
টপিক ১৩: বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান
টপিক ১৪: সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

টপিক ০১: সামাজিক বিজ্ঞান

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

সামাজিক বিজ্ঞান

সামাজিক বিজ্ঞানের সংজ্ঞা

মানব সম্পর্কের জটিল কর্মবেষ্টনী এবং সমাজে যৌথভাবে বসবাসের উপযোগী বিভিন্ন সংগঠনের গঠন প্রণালী অধ্যয়নই সামাজিক বিজ্ঞান।

সমাজবিজ্ঞানী ইয়ং এবং ম্যাক (Young and Mack) এর মতে, "সামাজিক বিজ্ঞান বলতে সেসব সুশৃঙ্খল জ্ঞানকে বোঝায়, যা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মাধ্যমে সমন্বিত এবং যেগুলো মানুষের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার গঠন ও বিষয়বস্তু নিয়ে ব্যাপৃত।"

New Century Dictionary-র ব্যাখ্যানুযায়ী, "মানুষের সামাজিক অবস্থা এবং সমাজের সদস্য হিসেবে তার কল্যাণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞান হলো সামাজিক বিজ্ঞান।" Columbia Encyclopaedia-র ব্যাখ্যানুযায়ী, সংঘবদ্ধ মানুষকে নিয়ে যে বিজ্ঞান অনুশীলন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালায়, তাকে সামাজিক বিজ্ঞান বলা হয়।

সমাজের বৈজ্ঞানিক পাঠই সামাজিক বিজ্ঞান (Social science is the scientific study of society)। সমাজ এবং সমাজের মানুষের বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের প্রচেষ্টা থেকে সামাজিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার উদ্ভব। প্রতিটি সামাজিক বিজ্ঞান সমাজ এবং সামাজিক সম্পর্কের বিশেষ দিক, নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করে। অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, সমাজকর্ম, নৃবিজ্ঞান প্রভৃতি সামাজিক বিজ্ঞানের পৃথক শাখা হিসেবে পরিচিত।

সামাজিক বিজ্ঞানের সংজ্ঞা

সামাজিক বিজ্ঞানসমূহ (Social Sciences) প্রাকৃতিক বিজ্ঞানসমূহের (Natural Sciences) মত প্রমাণসিদ্ধ বিজ্ঞান নয়, বরং অনুমানসিদ্ধ সামাজিক বিজ্ঞান। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের তুলনায় সামাজিক বিজ্ঞানের কতগুলো স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

সামাজিক বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু এবং উপাদান হলো মানুষের সামাজিক সম্পর্ক ও মানবিক আচরণ। যেগুলো সামাজিক বিজ্ঞানীর নিয়ন্ত্রণাধীন নয়। সামাজিক বিজ্ঞানী গবেষণাধীন সামাজিক উপাদানসমূহ নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে পরিবর্তন করে পর্যবেক্ষণ করতে পারেন না। সামাজিক বিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ বাণী, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মত সঠিক ও কার্যকরী হয় না। সামাজিক বিজ্ঞানে একই বিষয়ে পুনঃপরীক্ষণের মাধ্যমে অভিন্ন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। সামাজিক বিজ্ঞানের বিশেষ অসুবিধা হলো সামাজিক বিজ্ঞানী নিজে একজন মানুষ এবং তাঁর গবেষণার এককও মানুষ।

সামাজিক বিজ্ঞানগুলোর পারস্পারিক সম্পর্ক

সামাজিক বিজ্ঞানসমূহ পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্রভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্রভাবে কোন সামাজিক বিজ্ঞান টিকে থাকতে পারে না। কারণ, সকল সামাজিক বিজ্ঞানের মূল বিষয় হলো, মানুষের সামাজিক সম্পর্ক ও আচার-আচরণ। আলোচ্য বিষয়ের মৌলিক সাদৃশ্যের প্রেক্ষাপটে সামাজিক বিজ্ঞানসমূহের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিদ্যমান। সমাজ এবং সমাজের মানুষের বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের প্রচেষ্টা থেকে সামাজিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার উদ্ভব। প্রতিটি সামাজিক বিজ্ঞান সমাজ এবং সামাজিক সম্পর্কের বিশেষ দিক, নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করে।

সামাজিক বিজ্ঞানগুলোর পারস্পারিক সম্পর্ক

সমাজ হলো পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ও নির্ভরশীল বিভিন্ন অংশের সমন্বয়ে গঠিত একটি যৌগিক সত্তা (Complex whole)। মানুষের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি দিক পরস্পর অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কযুক্ত। সুতরাং সমাজের বিভিন্ন দিককে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা, সামাজিক বিজ্ঞানসমূহের সম্পর্কও অবিচ্ছেদ্য। সমাজবিজ্ঞানী MacIver এর মতে, বাস্তবে সামাজিক বিজ্ঞানগুলোর পৃথক সত্তা নেই। বিষয়বস্তুর গুরুত্বের পরিপ্রেক্ষিতে এক সামাজিক বিজ্ঞানকে অন্যটি হতে পৃথক করা হয়। (There is no physically seperate areas of reality. It is the focus of interest which seperates one social science from the other.)' বিষয়বস্তুর দিক হতে সামাজিক বিজ্ঞানসমূহ পৃথক নামে আখ্যায়িত হলেও প্রকৃতিগতভাবে এগুলো পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে মানব আচরণের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করা, সামাজিক বিজ্ঞানসমূহের প্রতিপাদ্য বিষয়।

সামাজিক বিজ্ঞানগুলোর পারস্পারিক সম্পর্ক

সমাজকর্ম একটি সমন্বয়ধর্মী সামাজিক বিজ্ঞান। সমাজকর্মের মৌলিক জ্ঞান মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, নৃবিজ্ঞান, অর্থনীতি, রাজনীতিবিজ্ঞান থেকে সংগ্রহ করে নিজস্ব তাত্ত্বিক ভিত্তি (Theoretical base) গড়ে তোলেছে। যাতে তাত্ত্বিক কাঠামোর (Theoretical structure) ভিত্তিতে ব্যক্তি, পরিবার, দল, সংগঠন, সমষ্টির উপর সংস্কৃতির প্রভাব উপলব্ধি ও বিশ্লেষণ করা যায়।

সমাজকর্ম পৃথক ব্যবহারিক বিজ্ঞানের মর্যাদায় উন্নীত হবার পেছনে আন্তঃবিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গি (Inter-disciplinary approach) এবং সমস্যা বিশ্লেষণে বহুবিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গি (Multidisciplinary approach) গ্রহণের ভূমিকা প্রধান। সমাজকর্ম মানব জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা হতে ব্যাপক জ্ঞানার্জন করে নিজস্ব একটি বিজ্ঞান গড়ে তোলেছে। এ প্রসঙ্গে মনীষী ডব্লিউএ ফ্রিডল্যান্ডার (WA Friedlander) বলেছেন, "সমাজকর্মের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও অন্তঃদৃষ্টি জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা- সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি, রাজনীতি বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, মনোঃচিকিৎসা, নৃতত্ত্ব, প্রাণীবিজ্ঞান, ইতিহাস, আইন, শিক্ষা এবং দর্শন থেকে গ্রহণ করে সে জ্ঞানকে সংশ্লেষণের মাধ্যমে নিজস্ব এক অনন্য বিজ্ঞান গড়ে তোলে। পেশা হিসেবে সমাজকর্ম অন্যান্য বিজ্ঞানের সুশৃঙ্খল জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল হলেও সমাজকর্মের সেবা প্রদানের সুনির্দিষ্ট কর্মকাঠামো রয়েছে। পেশাদার সমাজকর্মীদের রয়েছে নিজস্ব পেশাগত দায়িত্ব ও পেশাগত অনুশীলন দক্ষতা।"

সামাজিক বিজ্ঞানগুলোর পারস্পারিক সম্পর্ক

সমাজকর্ম হলো একটি বহুমুখী পেশা (A profession of many faces)। সমাজকর্মীরা বিচিত্র ধরনের মানবিক সমস্যা এবং সামাজিক পরিবর্তনমূলক কার্যক্রম নিয়ে সমাজকর্ম অনুশীলন করে। ফলে সমাজকর্মীদের মানব জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার জ্ঞানার্জন করতে হয়। কারণ সমাজকর্মের বিষয়বস্তু ও অনুশীলন ক্ষেত্র কোন না কোনভাবে বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার সঙ্গে সম্পর্কিত।

সমাজকর্ম একাধারে একটি পেশা এবং প্রায়োগিক বিজ্ঞান। যখন সমাজকর্মীরা মানুষ, বিভিন্ন মানবগোষ্ঠী এবং মানবিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করে, তখন তাদের লক্ষ্য জ্ঞানের প্রসার বা উন্নয়ন নয়। বরং তাদের প্রধান কাজ বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা থেকে অর্জিত জ্ঞানকে সমাজসেবায় রূপান্তরিত করা।

মনীষী আরম্যান্ডো মোরেলস এবং ডব্লিউ বি শেফার এর মতে, "সমাজকর্মীরা তাদের মৌলিক জ্ঞান অন্যান্য বিজ্ঞান যেমন-সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্ব, অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, শরীরবিদ্যা এবং সমাজবিজ্ঞান থেকে গ্রহণ করে। অন্যান্য বিজ্ঞান হতে গৃহীত জ্ঞান অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে নির্বাচন করে, সমাজকর্মীরা কর্মে ও সেবায় রূপান্তর করেন যে কর্ম ও সেবাগুলো সেবাগ্রহীতা এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানের জন্য কল্যাণকর।" সমাজকর্ম অন্যান্য বিজ্ঞানের তত্ত্বকে অনুশীলনের মাধ্যমে মানবকল্যাণমুখী সেবায় পরিণত করার প্রচেষ্টা চালায়। বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব নির্ভর অনুশীলনই অন্যান্য বিজ্ঞানের সঙ্গে সমাজকর্মকে সম্পৃক্ত করেছে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজকর্ম ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৫ – সমাজকর্মের সাথে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা এবং পেশার সম্পর্ক

টপিক – ০২ সমাজকর্ম ও সমাজবিজ্ঞান

টপিক ০২: সমাজকর্ম ও সমাজবিজ্ঞান

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

সমাজকর্ম ও সমাজবিজ্ঞান

সামাজিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাগুলোর মধ্যে সমাজবিজ্ঞানের সঙ্গে সমাজকর্মের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। সমাজকর্মকে অনেক সময় সমাজবিজ্ঞানের প্রায়োগিক শাখা (Practical aspects of Sociology) হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

যে বিজ্ঞান মানব সমাজ এবং সামাজিক সম্পর্ক নিয়ে বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা করে তাই সমাজবিজ্ঞান। সামাজবিজ্ঞান হলো সমাজের বিজ্ঞান (Socilogy is the science of society)। সমাজবিজ্ঞানই একক সামাজিক বিজ্ঞান, যা সামাজিক সম্পর্ক নিয়ে বিজ্ঞানসম্মত অধ্যয়ন করে। এজন্য সমাজবিজ্ঞানী কিংসলে ডেভিস সমাজবিজ্ঞানকে সমাজের সাধারণ বিজ্ঞান হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। (Sociology is a general science of society.)

সমাজবিজ্ঞানী ম্যাকাইভার (MacIver) এর মতে, "সমাজবিজ্ঞান একমাত্র বিজ্ঞান, যা সমাজ এবং সামাজিক সম্পর্ক বিষয়ে পাঠ করে (Sociology alone studies social relationships themselves, society itself-MacIver) 1

সমাজকর্ম ও সমাজবিজ্ঞান

সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ওয়েবার (Max Weber)-এর মতে, "সমাজবিজ্ঞান এমন একটি বিজ্ঞান, যার উদ্দেশ্য সামাজিক কার্যাবলির অধ্যয়ন এবং সামাজিক কার্যাবলির মধ্যে একটি কার্যকারণ সম্পর্ক নির্ণয়ের দান।" (Sociology is a science which attempts the interpretative understanding of social action in order thereby to arrive at a causal explanation of its cause and effects.)

বৃহত্তর দৃষ্টিকোণ হতে সমাজবিজ্ঞান হলো মানুষের মিথস্ক্রিয়া ও আন্তঃসম্পর্ক এবং সেগুলোর অবস্থা ও প্রভাব অধ্যয়ন। সমাজকাঠামো, সামাজিক সম্পর্ক, সামাজিক প্রতিষ্ঠান, সামাজিক কার্যাবলি প্রভৃতি বিশ্লেষণের মাধ্যমে সমাজ সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ও বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞানদান সমাজবিজ্ঞানের মূল লক্ষ্য। সমাজের পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞানভিত্তিক অধ্যয়নই সমাজবিজ্ঞান।

সমাজকর্ম ও সমাজবিজ্ঞান

সমাজকর্মের সঙ্গে সমাজবিজ্ঞানের সম্পর্ক

সমাজবিজ্ঞান ও সমাজকর্ম সামাজিক বিজ্ঞানের (Social Science) দু'টি বিশেষ শাখা। প্রকৃতিগত দিক হতে সমাজবিজ্ঞান ও সমাজকর্ম সামাজিক বিজ্ঞানের পর্যায়ভুক্ত। সমাজ এবং সামাজিক সম্পর্ককে কেন্দ্র করে উভয়ের বিষয়বস্তু গড়ে উঠেছে। মানুষের সামাজিক সম্পর্কের বিভিন্ন দিক যেমন অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত বিধায় সামাজিক বিজ্ঞানগুলোর সম্পর্কও অবিচ্ছেদ্য। সুতরাং সামাজিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ হতে সমাজবিজ্ঞান ও সমাজকর্মের পারস্পরিক সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য।

সমাজবিজ্ঞান ও সমাজকর্মের বিষয়বস্তু সমাজ এবং সমাজের মানুষকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। সমাজ ও সামাজিক সম্পর্কের বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ করে গোটা সমাজ সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞানদান করে সমাজবিজ্ঞান। আর সমাজকর্ম সামাজিক সম্পর্কের বিভিন্ন পর্যায়ে সৃষ্ট সমস্যা সমাধান নিয়ে আলোচনা করে। সামাজিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও সামাজিক সম্পর্ক থেকে সৃষ্ট সমস্যা সমাধানে মানুষকে সাহায্য করে সমাজকর্ম।

সমাজকর্মের সঙ্গে সমাজবিজ্ঞানের সম্পর্ক

সুতরাং সামাজিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এবং সামাজিক সম্পর্ককে কেন্দ্র করে উভয়ের বিষয়বস্তু গড়ে উঠায় স্বাভাবিকভাবে সমাজবিজ্ঞানের সঙ্গে সমাজকর্মের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। সমাজবিজ্ঞান এবং সমাজকর্ম উভয় বিজ্ঞানের লক্ষ্য সমাজের উন্নয়ন ও কল্যাণ। এ প্রসঙ্গে মনীষী রেক্স এ স্কিডমোর এবং অন্যান্যদের মন্তব্য হলো, সমাজবিজ্ঞান এবং সমাজকর্ম উভয়ে মানুষ, মানুষের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া এবং ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া উপলব্ধির প্রতি বিশেষ আগ্রহী। (Sociology and social work are both interested in people, their interactions, and understanding these interactions.)

সমাজকর্ম ও সমাজবিজ্ঞান

সমাজকর্মের সঙ্গে সমাজবিজ্ঞানের সম্পর্ক

সমাজবিজ্ঞানী স্যামুয়েল কোনিগ বলেছেন, "মানবিক সংগঠন সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ এবং এসবের ব্যাখ্যা করা সমাজবিজ্ঞানের প্রধান লক্ষ্য হলেও মানুষের জীবনযাত্রার উন্নতি বিধান হলো সমাজবিজ্ঞানের চূড়ান্ত লক্ষ্য।" অন্যদিকে ব্যক্তি, দল, সমষ্টির সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে উন্নত সমাজ গঠনে মানুষকে সহায়তা করা সমাজকর্মের লক্ষ্য। মানুষ যাতে পরিবেশের সার্বিক অবস্থা মোকাবেলা এবং সামাজিক ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়, সেজন্য সহায়তা করে সমাজকর্ম। সুতরাং উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের দৃষ্টিকোণ হতে উভয় বিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ক বিদ্যমান। সমাজবিজ্ঞান ও সমাজকর্ম উভয়ের লক্ষ্য হলো সমাজের মানুষের কল্যাণ সাধনে সহায়তা করা।

সমাজকর্মের সঙ্গে সমাজবিজ্ঞানের সম্পর্ক

সমাজকর্মের জ্ঞানের মৌলিক উৎস হলো সমাজবিজ্ঞান। সামাজিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এবং আন্তঃসম্পর্ক থেকে সৃষ্ট সামাজিক সমস্যা মোকাবেলায় মানুষকে পেশাগত সেবা প্রদান করে সমাজকর্ম। ব্যক্তিগত বা সামাজিক সমস্যা সার্থকভাবে মোকাবেলা করার পূবশর্ত, সমস্যা সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞানার্জন। সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞান লাভের জন্য সমাজকর্মীদের সমাজবিজ্ঞান অধ্যয়ন করতে হয়। সমাজবিজ্ঞানী স্যামুয়েল কোনিগ উভয়ের সম্পর্কের এ দিকটি উদাহরণের মাধ্যমে সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে, জীববিজ্ঞান ও জীবাণু বিজ্ঞানের (Biology and Bacteriology) সঙ্গে চিকিৎসা বিজ্ঞানের (Medicine) এবং গণিত ও পদার্থ বিদ্যার (Mathematics and Physics) সঙ্গে প্রকৌশল (Engineering) বিদ্যার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। জীববিজ্ঞানের বা জীবাণু বিজ্ঞানের তত্ত্বগত এবং পরীক্ষামূলক গবেষণা ছাড়া যেমন মানবদেহের রোগ চিকিৎসা সম্ভব নয়; তেমনি সমাজবিজ্ঞানের অনুসন্ধান কার্য ছাড়া সামাজিক সমস্যা কার্যকরভাবে মোকাবেলা করা সম্ভব নয়। মানব দেহের গঠনতত্ত্বের (Human morphology) জ্ঞান ছাড়া শরীরের রোগ চিকিৎসা করা যেমন অসম্ভব; তেমনি সমাজদেহের গঠনতত্ত্ব (Social morphology) সম্পর্কিত জ্ঞানার্জন ব্যতীত, সামাজিক চিকিৎসক হিসেবে সমাজকর্মীদের সামাজিক ব্যাধি মোকাবেলা করা সম্ভব নয়।

সমাজকর্ম ও সমাজবিজ্ঞান

সমাজকর্মের সঙ্গে সমাজবিজ্ঞানের সম্পর্ক

মানবিক সংগঠন সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ এবং এসবের ব্যাখ্যা করা সমাজবিজ্ঞানের কাজ সমস্যার সমাধান নয়। সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞান লাভ করার প্রতি সমাজবিজ্ঞানে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়। সমাজবিজ্ঞানের তাত্ত্বিক ও বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞান মানবকল্যাণে প্রয়োগ করে সমাজকর্ম। এদিক থেকে সমাজবিজ্ঞানের ব্যবহারিক দিক হিসেবে সমাজকর্মকে আখ্যায়িত করা যায়। সমাজবিজ্ঞান প্রদত্ত বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞান সমাজকর্ম নিজস্ব কৌশল ও পদ্ধতির মাধ্যমে মানব কল্যাণে প্রয়োগ করে। সমাজবিজ্ঞানের জ্ঞান মানবকল্যাণে প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে সমাজকর্মীরা সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

সমাজকর্মের সঙ্গে সমাজবিজ্ঞানের সম্পর্ক

সমাজকর্ম ও সমাজবিজ্ঞান উভয়ে মানুষ, তাদের সম্পর্ক এবং ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়া উপলব্ধির প্রতি আগ্রহী। সমাজবিজ্ঞানীরা কখন, কীভাবে এবং কেন (When, why and how) অন্যের সঙ্গে সংঘবদ্ধ হয়ে মানুষ আচরণ করে, তার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেন। অন্যদিকে সমাজকর্মীরাও মানুষ এবং মানুষের আচার-আচরণ ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বোঝতে সচেষ্ট। তবে সমাজকর্মীরা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া থেকে সৃষ্ট সমস্যা সমাধান এবং সামাজিক ভূমিকা পালন ক্ষমতা উন্নয়নে মানুষকে সাহায্য করার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে থাকে। র‍্যাক্স এ স্কিডমোর এবং অন্যান্যদের মতে, "সমাজবিজ্ঞানীর নির্দিষ্ট বিবেচ্য বিষয় হলো অন্যের সঙ্গে সংঘবদ্ধ হয়ে মানুষ কীভাবে, কখন এবং কেন ইচ্ছানুযায়ী আচরণ করে তা জানা। তাদের উদ্দেশ্য হলো মানব সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মানুষের বিভিন্ন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া উপলব্ধি করা। অন্যদিকে, সমাজকর্মীরা যথাযথ সমস্যা নির্ণয় এবং সমাধানের লক্ষ্যে সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি বা জনসমষ্টিকে বোঝতে চেষ্টা করে। যাতে সমস্যা সমাধানে এবং উত্তম সামঞ্জস্য বিধানের লক্ষ্যে পরিবর্তন আনয়নে সাহায্য করা যায়।" সমাজ, সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোর আন্তঃসম্পর্ক ও পারস্পরিক নির্ভরশীলতা বিষয়ে জ্ঞানার্জন সমাজকর্মীদের জন্য অত্যাবশ্যক। সমাজবিজ্ঞান অধ্যয়নের মাধ্যমে সমাজকর্মীরা এরূপ জ্ঞানার্জনে সক্ষম হয়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজকর্ম ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৫ – সমাজকর্মের সাথে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা এবং পেশার সম্পর্ক

টপিক – ০৩ সমাজকর্ম ও নৃবিজ্ঞান

টপিক ০৩: সমাজকর্ম ও নৃবিজ্ঞান

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

সমাজকর্ম ও নৃবিজ্ঞান

জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংগঠন ইউনেস্কো (UNESCO) ১৯৫৪ সালে মন্তব্য করেছে, "নৃ-তত্ত্ববিদগণ হলেন সামাজিক বিজ্ঞানের জ্যোতির্বিদ। (The anthropologist is the astronomer of the social science.) সামাজিক বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ শাখা হিসেবে সমাজকর্মের সঙ্গে নৃবিজ্ঞানের সম্পর্ক বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

নৃবিজ্ঞানের ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো 'Anthropology', যার উৎপত্তি গ্রীক শব্দ 'Anthropos' এবং 'Logia' থেকে। গ্রীক শব্দ Anthropos-এর অর্থ হলো 'মানুষ' (Man) এবং 'Logia' শব্দের অর্থ হলো 'পাঠ' (Study)। সুতরাং Anthropology শব্দের অর্থ হলো মানুষ সম্পর্কিত পাঠ বা মানব বিজ্ঞান (The study of man or the science of man)। মানুষের বিজ্ঞানভিত্তিক পাঠই নৃবিজ্ঞান। মানুষের উৎপত্তি, দৈহিক গঠন এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্রমবিকাশ সম্পর্কিত বিজ্ঞানভিত্তিক অধ্যয়নই নৃবিজ্ঞান।

সমাজকর্ম ও নৃবিজ্ঞান

মানুষের জীব সত্তা এবং সামাজিক সত্তা (Biological and Social entity) দু'টি পরিচিতি রয়েছে। জীব হিসেবে এবং সামাজিক জীব হিসেবে মানুষ এবং মানুষের সমাজ ও সংস্কৃতি নিয়ে যে বিজ্ঞান আলোচনা করে তাই নৃবিজ্ঞান। সংক্ষেপে "নৃবিজ্ঞান হলো জীব হিসেবে মানুষ ও তার সামাজিক কর্মকান্ডের বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা।" নৃবিজ্ঞান একদিকে যেমন প্রাণী রাজ্যে মানুষের স্থান ও বিবর্তন প্রক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করে, অন্যদিকে সামাজিক প্রেক্ষাপটে সাংস্কৃতিক জীবনের আলোচনা করে।

বিষয়বস্তুর ব্যাপকতার কারণে নৃবিজ্ঞানকে দৈহিক নৃবিজ্ঞান এবং সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান এ দু'ভাগে ভাগ করা হয়। দৈহিক নৃবিজ্ঞান (Physical Anthropology) মানুষের উৎপত্তি, বিকাশ ও দৈহিক গঠন প্রণালী নিয়ে আলোচনা করে। পৃথিবীর বিভিন্ন মানব গোষ্ঠীর বর্ণ-পরিচয় এবং তাদের উপর পরিবেশের প্রভাব নিয়ে দৈহিক নৃবিজ্ঞান পরীক্ষা নিরীক্ষা চালায়। মানব দেহের গঠন প্রণালী, প্রাণী রাজ্যে মানুষের স্থান, প্রাণী হিসেবে মানুষের প্রকৃতি ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নির্ণয়, মানুষের নরগোষ্ঠীগত পরিচয় ও প্রাণীর ক্রমবিকাশের ধারা নিয়ে আলোচনা করে দৈহিক নৃবিজ্ঞান।

সমাজকর্ম ও নৃবিজ্ঞান

সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানে (Cultural Anthropology) মানুষের অর্জিত ব্যবহার (Learned behaviour) নিয়ে গবেষণা করা হয়। সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানে আদিম মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বিষয়াদি নিয়ে গবেষণা করা হয়। এতে আদিম উৎপাদন পদ্ধতি, পরিবার ও বিবাহ প্রথা, সরকার, আইন, জাদুবিদ্যা, শিল্পকলা, সামাজিক প্রথা-প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি অর্জিত ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। আদিম মানুষের গোটা সাংস্কৃতিক জীবনই সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানের পরিধিভুক্ত। এজন্য একে সামাজিক নৃবিজ্ঞান (Social Anthropology) হিসেবেও আখ্যায়িত করা হয়। সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানী প্রাচীন ও আধুনিক সাংস্কৃতিক জগতের সাধারণ ও ব্যতিক্রমধর্মী বৈশিষ্ট্যের তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরেন।

সমাজকর্ম ও নৃবিজ্ঞান

সমাজকর্মের সঙ্গে নৃবিজ্ঞানের সম্পর্ক

উল্লেখ করা হয়েছে, সমাজকর্ম ব্যবহারিক বিজ্ঞান এবং সাহায্যকারী পেশা। সমাজকর্ম মানব জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা হতে তাত্ত্বিক জ্ঞান লাভ করে সংশ্লেষণের মাধ্যমে (By synthesis) নিজস্ব কৌশল ও পদ্ধতিতে মানব সেবায় প্রয়োগ করে। সুতরাং বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার মতো নৃবিজ্ঞানের সঙ্গেও সমাজকর্মের সম্পর্ক রয়েছে। সমাজকর্ম ও নৃবিজ্ঞানের পারস্পরিক সম্পর্কের বিশেষ দিকগুলো এখানে আলোচনা করা হলো।

প্রকৃতিগত দিক হতে সমাজকর্ম ও নৃতত্ত্ব উভয়ে সামাজিক বিজ্ঞান। সমাজকর্ম ও নৃবিজ্ঞান সামাজিক বিজ্ঞানের (Social Science) অন্তর্ভুক্ত বিধায় উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক থাকাই স্বাভাবিক। উভয় বিজ্ঞান মানুষের সামাজিক সম্পর্ক, সমাজ কাঠামো, প্রথা-প্রতিষ্ঠান, সংস্কৃতি ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করে। নৃতত্ত্ব হলো সমাজ অধ্যয়নের সাধারণ বিজ্ঞান। মনীষী ক্রয়েবার (Kroeber) এর মতে, "নৃবিজ্ঞান হলো মানুষ, মানুষের কর্ম ও আচরণের বিজ্ঞান" (The science of man and his works and behaviour.)।

সমাজকর্মের সঙ্গে নৃবিজ্ঞানের সম্পর্ক

সামাজিক জীব হিসেবে মানুষের ক্রমবিকাশ এবং মানব সংস্কৃতি নিয়ে নৃবিজ্ঞান আলোচনা করে। সামাজিক জীব হিসেবে মানুষের দৈহিক গঠন এবং মানব সৃষ্ট সংস্কৃতি হলো নৃবিজ্ঞানের উপজীব্য। পক্ষান্তরে, সমাজকর্ম মানুষের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া থেকে সামাজিক সম্পর্কের বিভিন্ন পর্যায়ে সৃষ্ট সমস্যা এবং তার সমাধান নিয়ে আলোচনা করে। সমাজ এবং সমাজের মানুষের কল্যাণ হলো সমাজকর্মের প্রতিপাদ্য বিষয়। সুতরাং বিষয়বস্তুর দিক হতে নৃবিজ্ঞান এবং সমাজকর্ম পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। উভয়ের উপজীব্য বিষয় সমাজ এবং সমাজের মানুষ, তাদের কর্ম ও আচরণ।

সমাজকর্মের সঙ্গে নৃবিজ্ঞানের সম্পর্ক

নৃবিজ্ঞান এবং সমাজকর্ম মানুষের সামগ্রিক ও পূর্ণাঙ্গ অধ্যয়নের নীতিতে বিশ্বাসী। উভয়ে সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ হতে মানুষকে বিশ্লেষণ করে। নৃবিজ্ঞান মানুষের সামগ্রিক পাঠে অর্থাৎ মানুষের জৈবিক ও সাংস্কৃতিক উভয় দিকই নৃবিজ্ঞানে পাঠ করা হয়। সমাজকর্মও মানুষের সামগ্রিক কল্যাণে বিশ্বাসী। মানুষের আর্থ-সামাজিক, দৈহিক, মানসিক, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি সামগ্রিক দিকের উন্নয়ন সমাজকর্মের পরিধিভুক্ত। সুতরাং উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গি (Approach) সাদৃশ্যপূর্ণ। সমাজকর্ম এবং নৃতত্ত্ব উভয়ে গোটা সমাজের প্রেক্ষাপটে পূর্ণাঙ্গ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সমাজ এবং সমাজের মানুষকে বিশ্লেষণ করে।

সমাজকর্মের জ্ঞানের অন্যতম মৌলিক উৎস নৃবিজ্ঞান। সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞান সমাজকর্মীদের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের ধারা, প্রচলিত সামাজিক প্রথা-প্রতিষ্ঠান, সামাজিক আদর্শ ও মূল্যবোধ, সামাজিক সংগঠন প্রভৃতি সম্পর্কে বাস্তব এবং বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞান দান করে। অন্যদিকে, দৈহিক নৃবিজ্ঞান মানুষের আচার-আচরণ ও ব্যক্তিত্বের উপর দৈহিক গঠনের প্রভাব সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞানদান করে। নৃবিজ্ঞান অধ্যয়নের মাধ্যমে সমাজকর্মীরা সমাজ ও সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞানার্জনে সক্ষম হয়।

সমাজকর্ম ও নৃবিজ্ঞান

সমাজকর্মের সঙ্গে নৃবিজ্ঞানের সম্পর্ক

নৃবিজ্ঞানের বিশেষ শাখা হলো ফলিত নৃবিজ্ঞান (Applied Anthropology)। ফলিত নৃবিজ্ঞানের কাজ হলো- কোন সমাজের অনগ্রসরতার কারণ নির্ণয়; উন্নয়ন পরিকল্পনা ব্যর্থ হবার কারণ উদ্‌ঘাটন ও সুপারিশ প্রদান; আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পথে প্রতিবন্ধকতামূলক আচার-বিশ্বাস ও সাংস্কৃতিক ধারা চিহ্নিতকরণ; পরিকল্পিত উপায়ে সামাজিক পরিবর্তন ত্বরান্বিত করা ইত্যাদি। ফলিত নৃবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য হলো মানবকল্যাণ। ফলিত নৃবিজ্ঞানের জ্ঞান সামাজিক সমস্যা বিশ্লেষণে ও সমাধানে সমাজকর্মীদের নির্দেশনা দান করে।

নৃবিজ্ঞানের গবেষণা পদ্ধতি সমাজকর্মীরা অনুসরণ করে। বাংলাদেশের মতো দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশে শিক্ষার প্রসার, স্বাস্থ্য ও জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে গবেষণা পরিচালনায় নৃবিজ্ঞানে ব্যবহৃত প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ ও পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির গুরুত্ব অপরিসীম। গবেষণায় অংশগ্রহণ ও পর্যবেক্ষণমূলক নৃতাত্ত্বিক পদ্ধতির মাধ্যমে সমাজকর্মীরা নির্দিষ্ট সমাজের সামগ্রিক দিক সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ও বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞানার্জনে সক্ষম হন। এরূপ জ্ঞান সমস্যা সমাধানে বাস্তব ও তথ্যভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়নে সমাজকর্মীদের সহায়তা করে।

সমাজকর্ম ও নৃবিজ্ঞান

সমাজকর্মের সঙ্গে নৃবিজ্ঞানের সম্পর্ক

পরিশেষে বলা যায়, সমাজকর্ম ও নৃবিজ্ঞানের মধ্যে বিষয়বস্তু এবং আলোচনার পদ্ধতিগত দিক হতে পার্থক্য থাকলেও সমাজের বৃহত্তর কল্যাণে উভয়ের গুরুত্ব অপরিসীম। সমাজকর্মীর নিকট নৃবিজ্ঞানের প্রধান তাৎপর্য হলো, এটি বর্তমান সমাজের সঙ্গে অতীত সমাজের তুলনামূলক আলোচনা করার জন্য নানাবিধ তথ্য দিয়ে সাহায্য করে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজকর্ম ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৫ – সমাজকর্মের সাথে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা এবং পেশার সম্পর্ক

টপিক – ০৪ সমাজকর্ম ও মনোবিজ্ঞান

টপিক ০৪: সমাজকর্ম ও মনোবিজ্ঞান

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

সমাজকর্ম ও মনোবিজ্ঞান

প্রায়োগিক দিক হতে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মধ্যে মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে সমাজকর্মের সম্পর্ক অপেক্ষাকৃত বেশি। সমাজকর্ম অনুশীলনের জন্য সামাজিক পরিবেশে মানববিকাশ ও আচরণ সংশ্লিষ্ট জ্ঞান আবশ্যক। মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার জ্ঞান সমাজকর্মের লক্ষ্য অর্জনে বিশেষভাবে সহায়তা করে।

** মনোবিজ্ঞান মানব আচরণের বিজ্ঞান। ইংরেজী 'Psychology' শব্দটি গ্রীক শব্দ 'Psyche' 'মন' বা 'আত্মা' এবং 'Logos' যার অর্থ 'বিজ্ঞান' হতে উদ্ভূত। সুতরাং উৎপত্তিগত অর্থে মনোবিজ্ঞান হলো 'মন' বা 'আত্মার' বিজ্ঞান। 'মন' বা 'আত্মা' যেহেতু দেখা যায় না এবং ধরা ছোঁয়ার বাইরে, সেহেতু এটি কোন গবেষণার বিষয় হতে পারে না। এর কোন সঠিক সংজ্ঞাও নির্দেশ করা যায় না। তাই আমেরিকার আচরণবাদী বিজ্ঞানী জন বি ওয়াটসন (John B Watson) মনোবিজ্ঞানকে আচরণের বিজ্ঞান হিসেবে আখ্যায়িত করেন। তাঁর মতে, মানুষ যা কিছু করে সবই তার আচরণ। আর আচরণ হলো কোন বিশেষ উদ্দীপকের প্রতি (Stimulus) প্রাণী বা মানুষের প্রতিক্রিয়া (Response)।

সমাজকর্ম ও মনোবিজ্ঞান

আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের মতে, “মনোবিজ্ঞান এমন একটি বিজ্ঞান, যা প্রাণী ও মানুষের আচরণ নিয়ে আলোচনা করে।” বাহ্যিক আচরণ বিশ্লেষণের মাধ্যমে, মনোজগত সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে মনোবিজ্ঞান। "মানুষ বিশেষ পরিস্থিতিতে কেন বিশেষ আচরণ করে”- এ প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করে মনোবিজ্ঞান। বাহ্যিক আচরণের পেছনে যে চালনা শক্তি বা অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া রয়েছে তা আবিষ্কার করা মনোবিজ্ঞানের মূল লক্ষ্য। বাহ্যিক আচার-আচরণের পেছনে প্রভাব বিস্তারকারী অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়াগুলো হলো প্রত্যক্ষণ, প্রেষণা, শিক্ষণ, আবেগ, চিন্তন, অনুভূতি, বুদ্ধি, ব্যক্তিত্ব ইত্যাদি। এগুলো মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তুর পরিধিভুক্ত। মনোবিজ্ঞানীগণ মানব আচরণের বিভিন্ন দিক নিয়ে গবেষণা করছেন। যার ফলে মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার উদ্ভব হয়েছে। মনোবিজ্ঞানের প্রধান শাখাগুলো শিশু মনোবিজ্ঞান, শিক্ষা মনোবিজ্ঞান, শিল্প মনোবিজ্ঞান, অস্বাভাবিক মনোবিজ্ঞান, চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান, সামাজিক মনোবিজ্ঞান ইত্যাদি।

সমাজকর্মের সঙ্গে মনোবিজ্ঞানের সম্পর্ক

সমাজকর্মের সঙ্গে মনোবিজ্ঞানের সম্পর্ক বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। সমাজকর্ম অনুশীলনে মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান বিশেষভাবে সহায়তা করে। সমাজকর্ম ও মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু মানব আচরণকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। মনোবিজ্ঞান বাহ্যিক আচরণ বিশ্লেষণ করে মানবীয় আচরণের পেছনে যে অভ্যন্তরীণ চালনাশক্তি রয়েছে তার অনুসন্ধান করে। মানুষ কেন অভিন্ন পরিবেশে ভিন্ন ভিন্ন আচরণ করে, এ প্রশ্নের উত্তর খোঁজে মনোবিজ্ঞান। মনোবিজ্ঞান মানব আচরণ অধ্যয়নের বিজ্ঞান। আর সমাজকর্ম মানুষের পারস্পরিক আচার-আচরণ ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া থেকে সৃষ্ট সমস্যা এবং তার সমাধান নিয়ে আলোচনা করে। মানবিক ও সামাজিক সমস্যার জন্য কী ধরনের মানব আচরণ দায়ী, সে সম্পর্কে অনুসন্ধান চালায় সমাজকর্ম। মানব আচরণ নিয়ে উভয়ের বিষয়বস্তু আবর্তিত বিধায় সমাজকর্ম ও মনোবিজ্ঞানের মধ্যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছে।

সমাজকর্মের সঙ্গে মনোবিজ্ঞানের সম্পর্ক

সমাজকর্ম বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ভিত্তিতে পরিচালিত সুসংগঠিত পেশাগত সাহায্যদান পদ্ধতি। মানুষের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশ, সামাজিক ভূমিকা পালন ক্ষমতার উন্নয়ন এবং পরিবর্তিত পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানে সহায়তা করা সমাজকর্মের মূল লক্ষ্য। এ লক্ষ্যার্জনের জন্য সমাজকর্মীদের মানবীয় বিকাশ ও মানব আচরণ সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞানার্জন আবশ্যক। এ প্রসঙ্গে সমাজবিজ্ঞানী জন স্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill) বলেছেন, "মানুষের বাহ্যিক আচরণ ও সামাজিক সম্পর্ক বোঝতে হলে তার মানসিক বৃত্তি ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন।" সামাজিক সম্পর্ক, সামাজিক ভূমিকা এবং মানব আচরণ সংশ্লিষ্ট জ্ঞানের অন্যতম উৎস হিসেবে মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে সমাজকর্মের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য।

সমাজকর্মের সঙ্গে মনোবিজ্ঞানের সম্পর্ক

যে কোন কল্যাণমূলক পরিকল্পনা ও কর্মসূচির সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নির্ভর করে, যাদের কল্যাণে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় তাদের সক্রিয় সহযোগিতা ও অংশগ্রহণের ওপর। সমাজকর্মে পরিকল্পনা ও কর্মসূচি প্রণয়নকালে মানবীয় আচরণ ও পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে সমাজকর্মীদের পুরোপুরি মনোবিজ্ঞানের জ্ঞানের উপর নির্ভর করতে হয়। মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন পরীক্ষালব্ধ জ্ঞান (Psychological test) সমাজকর্মীদের কল্যাণমূলক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সহায়তা করে।

সমাজকর্ম অনুশীলনের গুরুত্বপূর্ণ নীতি হলো আবেগ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ায় সমাজকর্মীর অংশগ্রহণ। মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান থেকে সমাজকর্মীরা স্বীয় আবেগ, অনুভূতি ও আচরণ সম্বন্ধে জানতে পারে এবং সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির আচরণের শর্তাবলী সম্বন্ধে অবগত হতে পারে। ফলে সমাজকর্মী নিজের আবেগ, অনুভূতি ও আচরণকে সঠিকভাবে পরিচালিত করে সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সঙ্গে উপযুক্ত আচরণ এবং পেশাগত সম্পর্ক বজায় রাখতে সক্ষম হয়।

সমাজকর্মের সঙ্গে মনোবিজ্ঞানের সম্পর্ক

মানব আচরণের বিভিন্ন দিককে কেন্দ্র করে মনোবিজ্ঞানের পৃথক শাখা গড়ে উঠেছে। যেমন- চিকিৎসা মনোবিজ্ঞান, শিশু মনোবিজ্ঞান, অস্বাভাবিক মনোবিজ্ঞান, শিল্প ও শিক্ষা মনোবিজ্ঞান, সামাজিক মনোবিজ্ঞান ইত্যাদি। পেশাদার সমাজকর্মের বিভিন্ন প্রয়োগ ক্ষেত্রে যেমন শিশুকল্যাণ, চিকিৎসা ও স্কুল সমাজকর্ম, অপরাধ সংশোধন ও শ্রমকল্যাণ, প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন ইত্যাদি কর্মসূচিতে ব্যক্তিত্বের তত্ত্ব, শিক্ষণ তত্ত্ব, মানব বিকাশ, প্রেষণা, প্রত্যক্ষণ সংশ্লিষ্ট জ্ঞান বিশেষভাবে প্রয়োগ করা হয়।

সমাজকর্ম নিজস্ব কৌশল ও পদ্ধতির মাধ্যমে মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন পরীক্ষালব্ধ তত্ত্ব মানবকল্যাণে অনুশীলন করে। যা মনোবিজ্ঞানের জ্ঞানের পরিপূর্ণতা আনয়নে সহায়তা করে। এদিক হতে সমাজকর্ম মনোবিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। কারণ বিজ্ঞানের তত্ত্ব মানবকল্যাণে অনুশীলনের মধ্য দিয়ে বিজ্ঞান তথা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান পরিপূর্ণতা লাভ করে।

সমাজকর্ম ও মনোবিজ্ঞান

সমাজকর্মের সঙ্গে মনোবিজ্ঞানের সম্পর্ক

মনোবিজ্ঞানী এবং সমাজকর্মী অনেক সময় একই পেশাগত দলের সদস্য হিসেবে যেমন- অপরাধ সংশোধন, শিশুকল্যাণ, শ্রমকল্যাণ, মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্র, চিকিৎসা ও মনোচিকিৎসা কেন্দ্রে সহায়ক ও পরিপূরক ভূমিকা পালন করে। তবে মনোবিজ্ঞানী মনোচিকিৎসক হিসেবে ভূমিকা পালন করেন। সমাজকর্মী সংশ্লিষ্ট সেবাগ্রহীতার সামাজিক ভূমিকা, সামাজিক সম্পর্ক এবং সমষ্টি সম্পদ ব্যবহারের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজকর্ম ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৫ – সমাজকর্মের সাথে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা এবং পেশার সম্পর্ক

টপিক – ০৫ সমাজকর্ম, পৌরনীতি ও সুশাসন

টপিক ০৫: সমাজকর্ম, পৌরনীতি ও সুশাসন

This Topic is important for

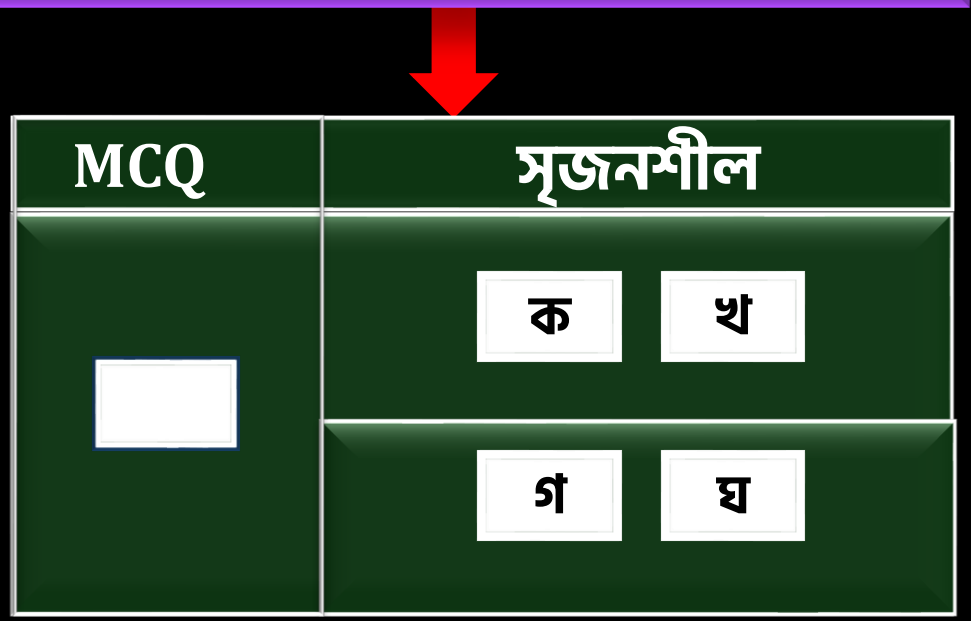

সমাজকর্ম, পৌরনীতি ও সুশাসন

মানবজ্ঞানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শাখা হলো পৌরনীতি। নাগরিক হিসেবে মানুষের রাজনৈতিক আচার-আচরণ ও সম্পর্ককে কেন্দ্র করে পৌরনীতির বিষয়বস্তু গড়ে উঠেছে। পেশা এবং ব্যবহারিক সামাজিক বিজ্ঞান হিসেবে মানব বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার মতো পৌরনীতির সঙ্গেও সমাজকর্মের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিদ্যমান।

ইংরেজি 'Civics'-এর প্রতিশব্দ হলো পৌরনীতি। 'Civics' ল্যাটিন শব্দ 'Civis' এবং 'Civitas' থেকে এসেছে। শব্দদ্বয়ের অর্থ হলো যথাক্রমে 'নাগরিক' এবং 'নগর রাষ্ট্র'। সুতরাং উৎপত্তিগত অর্থে যে বিজ্ঞান নাগরিক ও নগর রাষ্ট্র সম্পর্কে আলোচনা করে তাকেই পৌরনীতি বলা হয়। কিন্তু বর্তমানে রাষ্ট্র এবং নাগরিকের ধারণা পরিবর্তিত হওয়ায় পৌরনীতির সংজ্ঞারও পরিবর্তন হয়েছে। বর্তমানে পৌরনীতিকে নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান বলা হয়। এফআই গ্লাউড (FI Gloud)-এর মতে, "যে সকল প্রতিষ্ঠান, অভ্যাস এবং কার্যাবলির মাধ্যমে মানুষ তার রাজনৈতিক সমাজের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে এবং রাজনৈতিক সমাজ থেকে অধিকারসমূহ ভোগ করে, সেসব প্রতিষ্ঠান, অভ্যাস ও কার্যাবলির পর্যালোচনাই হলো পৌরনীতি।"

(Civics is the study of institutions, habits, activities and spirit by means of which a man or woman may fulfil the duties and receive benefits of membership in a political community.)

ইএম হোয়াইট (EM White)-এর মতে, "পৌরনীতি হলো জ্ঞানভাণ্ডারের সে প্রয়োজনীয় শাখা, যা নাগরিকের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত এবং স্থানীয়, জাতীয় ও মানবতার সাথে জড়িত প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করে।" (Civics is that branch of human knowledge which deals with everything relating to a citizen's past, present and future; local, national and human.)।

সংক্ষেপে বলা যায় সামাজিক বিজ্ঞানের যে অংশ নাগরিকের অধিকার, কর্তব্য, রাষ্ট্রের কার্যাবলি, সরকার, সরকারের সঙ্গে নাগরিকের সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করে, তা পৌরনীতি। পৌরনীতি নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান। নাগরিকতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সরকার ও আইন বিষয়ের আলোচনা পৌরনীতির বিষয়বস্তু। নাগরিক জীবনের রাজনৈতিক দিক হলো পৌরনীতির প্রধান আলোচ্য বিষয়। নাগরিক জীবনের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত নিয়ে আলোচনা করে পৌরবিজ্ঞান। নাগরিকদের স্থানীয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক রূপ সম্পর্কে আলোচনা করে পৌরনীতি। এছাড়া সমাজজীবনের বিকাশ, বিবর্তন, অর্থনৈতিক জীবনের পরিবর্তন সামাজিক ও নৈতিক দিক নিয়ে পৌরনীতি আলোচনা করে।

পৌরনীতি ও সমাজকর্মের সম্পর্ক

সমাজকর্ম ও পৌরনীতি উভয় সামাজিক বিজ্ঞানের বিশেষ দুটি শাখা। মানুষের সামাজিক সম্পর্কের দুটি বিশেষ দিক (রাজনৈতিক ও সামাজিক) নিয়ে আলোচনা করে সমাজকর্ম ও পৌরনীতি। মানুষের সামাজিক এবং রাজনৈতিক সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য বিধায় সামাজিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ হতে পৌরনীতি ও সমাজকর্ম পরস্পর সম্পর্কযুক্ত।

পৌরনীতি রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে মানুষের আচার-আচরণ, অধিকার ও কর্তব্য, সরকার ও রাষ্ট্রের সঙ্গে নাগরিকদের সম্পর্ক ইত্যাদি আলোচনা করে। আর সমাজকর্ম রাষ্ট্রীয় কাঠামোর আওতায় বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সদস্য হিসেবে মানুষের ব্যক্তিগত, দলীয় ও সামাজিক আচার-আচরণ ও সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে। 'সামাজিক মানুষের কল্যাণ নিয়ে পৌরনীতি ও সমাজকর্ম নিয়োজিত। উভয় বিজ্ঞানের অভিন্ন কতগুলো আলোচনার ক্ষেত্র হলো, সামাজিক আইন, সামাজিক নীতি, নাগরিক অধিকার, জন প্রশাসন, সামাজিক সংগঠন, সামাজিক সমস্যা, জনসমষ্টি ইত্যাদি।

পৌরনীতি ও সমাজকর্মের সম্পর্ক

বিশ্বায়নের যুগে মানুষের সামগ্রিক জীবনই রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ (সরকার) নিয়ন্ত্রণ করে। রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের মাধ্যমেই সুশৃঙ্খল ও সুনিয়ন্ত্রিত জীবন-যাপন এবং মানুষের সুপ্ত প্রতিভা ও ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ সাধন সম্ভব। সুতরাং সুশৃঙ্খল ও শান্তিপূর্ণ জীবনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য পৌরনীতির জ্ঞান সমাজকর্মীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। রাজনৈতিক ও নাগরিকতা বিষয়ক তত্ত্ব সম্পর্কিত জ্ঞান সমাজকর্মীদের সমাজকর্ম অনুশীলনের সুযোগ এনে দেয়।

বর্তমান কল্যাণ রাষ্ট্রগুলোয় নাগরিকদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান, খাদ্য, বস্ত্র, নিরাপত্তা প্রভৃতি যাবতীয় কার্যাবলি রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হচ্ছে। রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ব্যতীত এসব কার্যক্রম বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। সমাজকর্মের লক্ষ্যার্জনে রাষ্ট্র হচ্ছে অন্যতম বাহন। রাষ্ট্র সম্বন্ধীয় যাবতীয় ব্যাপারে সমাজকর্মীদের জ্ঞানদান করে পৌরনীতি।

পৌরনীতি ও সমাজকর্মের সম্পর্ক

সমাজকর্মের লক্ষ্য মানুষের সামাজিক ভূমিকা ও দায়িত্ব পালনে সহায়তা দান। যাতে সমাজের প্রতিটি মানুষ স্বীয় দায়িত্ব ও ভূমিকা যথাযথভাবে পালনের মাধ্যমে প্রাপ্ত সুযোগ সুবিধা ভোগ করে জীবনমান উন্নয়নে সক্ষম হয়। মানবাধিকার ও ন্যায়বিচার মৌলিক দার্শনিক ভিত্তি। এ দুটো বিষয়ে জ্ঞানদান করে পৌরনীতি। "অধিকার ও কর্তব্য পরস্পর সম্পর্কযুক্ত এবং কর্তব্য পালনের মাধ্যমেই অধিকার ভোগ করা সম্ভব"- এ ধরনের মৌলিক জ্ঞান সমাজকর্মীরা পৌরনীতি পাঠের মাধ্যমেই অর্জন করে।

পৌরনীতির জ্ঞান সমাজকর্মীদের সমাজ ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, কার্যাবলি, ক্রিয়া ও আন্তক্রিয়ার সঙ্গে পরিচিত করায়। সমাজের বিভিন্ন স্বার্থ, গোষ্ঠী ও প্রভাবশালী গোষ্ঠীর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এবং স্বার্থ সংগ্রহের প্রক্রিয়া সম্বন্ধে সমাজকর্মীদের সচেতন হতে সাহায্য করে পৌরনীতি। উন্নত, অনুন্নত এবং উন্নয়নগামী রাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও সামাজিক গতিধারার তুলনা করে উন্নত রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কিত শিক্ষা সমাজকর্মীরা পৌরনীতি পাঠের মাধ্যমে লাভ করে।

পৌরনীতি ও সমাজকর্মের সম্পর্ক

বিশ্বায়নের প্রভাবে বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা ও কার্যকারিতা হ্রাস পাওয়ায় রাষ্ট্রীয় ভূমিকা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। আধুনিক জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের সামাজিক, আর্থিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি সমাজকল্যাণমূলক কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে হলে উন্নত নাগরিক সচেতনতার প্রয়োজন। পৌরনীতি মানুষের অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞানদান করে পেশাদার সমাজকর্ম অনুশীলনের অনুকূল পরিবেশ গড়ে তোলে। সমাজকর্মের বিশ্বজনীন মৌলিক নীতি হলো মানবাধিকার এবং সামাজিক ন্যায়বিচার। পৌরবিজ্ঞানের বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞান সমাজকর্মীদের দুটি মৌলিক নীতি অনুসরণে সহায়তা করে।

যে কোন দেশের সামগ্রিক কল্যাণ ও সমৃদ্ধশালী আর্থ-সামাজিক কাঠামো গড়ার অন্যতম পূর্বশর্ত হচ্ছে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার বিভিন্ন উপাদান সম্পর্কে পৌরনীতি মৌলিক জ্ঞান সরবরাহ করে সমাজকর্মীদের সমৃদ্ধ করছে। অপরপক্ষে, পেশাদার সমাজকর্ম বিভিন্ন সমস্যা ও তার সমাধান সম্পর্কে গবেষণা করে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে পৌরনীতিকে অনেকাংশে পরিপুষ্ট করছে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজকর্ম ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৫ – সমাজকর্মের সাথে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা এবং পেশার সম্পর্ক

টপিক – ০৬ সমাজকর্ম ও সুশাসন

টপিক ০৬: সমাজকর্ম ও সুশাসন

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

সমাজকর্ম ও সুশাসন

সমাজকর্ম এবং সুশাসন (Good Governance) পরস্পর সম্পর্কিত দুটি বিষয়। বিশেষকরে সমাজকর্মের সহায়ক পদ্ধতি সমাজকর্ম প্রশাসন তথা সমাজকল্যাণ প্রশাসনের দিক হতে সুশাসনের সঙ্গে সমাজকর্মের সম্পর্ক রয়েছে। সমাজকর্ম অনুশীলনের সাফল্য যেমন সুশাসনের উপর নির্ভর করে, তেমনি সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সমাজকর্মের সহায়ক পদ্ধতি সামাজিক কার্যক্রম (Social action) প্রয়োগের মাধ্যমে সমাজকর্মীরা সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে।

সমাজকর্ম ও সুশাসন

সুশাসন কী?

বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা যেমন বিশ্বব্যাংক, আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল, জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (UNDP) প্রভৃতি সংস্থা সুশাসন প্রত্যয়টির বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন।

সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো কীভাবে সরকারি কার্যাবলি ও সরকারি অর্থের ব্যবস্থাপনা সম্পাদন করে তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানগুলো সুশাসন প্রত্যয়টি ব্যবহার করছে। সরকারি প্রশাসন যন্ত্রের দায়িত্বশীলতা ও জবাবদিহিতা ব্যাখ্যার মানদণ্ড হিসেবে সুশাসন প্রত্যয়টি ব্যবহার করা হয়।

জনপ্রশাসনের (Public administration) প্রশাসনকে অধিক অংশায়নভিত্তিক, স্বচ্ছ এবং জবাবদিহিতামূলক প্রক্রিয়ায় পরিণত করাকে নির্দেশ করে। (Make public administration more open, transparent and accountable) ।

সমাজকর্ম ও সুশাসন

সুশাসন কী?

সুশাসন বলতে অংশীদারিত্বমূলক, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, আইনের শাসন, দক্ষতা, ন্যায়পরায়ণতা প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন প্রশাসনকে বুঝায়। সুশাসন প্রত্যয় দ্বারা, সরকারি ব্যবস্থাপনায় ক্ষমতার অপব্যবহার ও দুর্নীতিমুক্ত এবং আইনের শাসনের প্রতি যথাযথ শ্রদ্ধা প্রদর্শনের প্রবণতাকে নির্দেশ করে। (Good governance refers to the management of government in a manner that is essentially free of abuse and corruption and with due regard for the rule of law.)

জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির (UNDP)-র ব্যাখ্যানুযায়ী অংশীদারভিত্তিক (Participatory), স্বচ্ছতা (Transparent), জবাবদিহিতা (Accountable), ন্যায়পরায়ণতা (Equitable) এবং আইনের শাসনের উন্নয়ন (Promotes the rule of law) হলো সুশাসনের বৈশিষ্ট্য।

সুশাসন এবং মানবাধিকার চারটি ক্ষেত্রে সংগঠিত হতে পারে। এ চারটি ক্ষেত্র হলো গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান (Democratic institutions), সেবা প্রদান ব্যকথা (Service delivery system), আইনের শাসন (Rule of law) এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ (Anti-corruption) ।

সুশাসন কী?

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (International Monetary Fund-IMF) অর্থনৈতিক উন্নয়নের অত্যাবশ্যকীয় উপাদান হিসেবে সুশাসনের উন্নয়নের প্রতি গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এই সংস্থা আইনের শাসনের নিশ্চয়তা, সরকারি খাতের দক্ষতা এবং জবাবদিহিতার উন্নয়ন এবং দুর্নীতি প্রতিরোধকে সুশাসনের উপাদান হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। সরকারি প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় সুশাসনের অভাবে সামাজিক উন্নয়ন ও কল্যাণ প্রচেষ্টা ব্যাহত হয়। জাতিসংঘ সুশাসনের আটটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেছেন। এগুলো হলো--

সুশাসন ঐক্যমত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত (Consensus oriented);
অংশীদারিত্বমূলক (Participatory);
আইনের শাসন অনুসরণ (Following the Rule of Law);
প্রশাসনিক কার্যকারিতা এবং দক্ষতা (Effective and Efficient);
জবাবদিহিতা (Accountable);
স্বচ্ছতা (Transparent);
দায়িত্বশীল ভূমিকা (Responsive);
ন্যায়পরায়ণতা (Equitable) ।

সুশাসন কী?

জাতীয় পর্যায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিশ্চয়তা বিধানের ন্যূনতম আটটি মানদণ্ড রয়েছে। এগুলো হলো-

১. অংশীদারিত্ব, ন্যায়পরায়ণতা এবং সামগ্রিকতা (Participation, equity and inclusiveness);

২. আইনের শাসন (Rule of Law);

৩. ক্ষমতা পৃথকীকরণ (Separation of Powers);

৪. মুক্ত, স্বাধীন ও দায়িত্বশীল গণমাধ্যম (Free, independent and responsible media);

৫. সরকারের বৈধতা (Government legitimacy);

৬. জবাবদিহিতা (Accountablity);

৭. স্বচ্ছতা (Transparacy);

৮. রাজনীতিতে অবৈধ অর্থের প্রভাব প্রতিরোধ (Limiting the distorting effect of money in politics) |

সমাজকর্মের সঙ্গে সুশাসনের সম্পর্ক

সমাজকর্ম প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক সাহায্যকারী পেশা। বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সমাজকর্ম অনুশীলন করা হয়। সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সাফল্য সুশাসনের উপর নির্ভরশীল।

সমাজকর্ম পেশা মানুষের কল্যাণকে শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে সামাজিক পরিবর্তন, মানব সম্পর্ক থেকে সৃষ্ট সমস্যা সমাধান এবং ক্ষমতায়ন ও স্বাধীনতার উন্নয়নে সহায়তা করে। মানবাধিকার এবং সামাজিক ন্যায়বিচার সমাজকর্মের মৌলিক নীতি। সমাজকর্ম সমাজে বিরাজমান মানবাধিকার সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা এবং সামাজিক অবিচার মোকাবেলা করতে মানুষকে সাহায্য করে। সমাজে মানবাধিকার ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মৌলিক শর্ত হচ্ছে সুশাসন। জনপ্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় ক্ষমতার অপব্যবহার ও দুর্নীতি এবং আইনের শাসনের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন না করার কারণে মানবাধিকার ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা সম্ভব হচ্ছে না। সমাজকর্মের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যার্জনের মৌলিক শর্ত হলো সুশাসন।

সমাজকর্ম ও সুশাসন

সমাজকর্মের সঙ্গে সুশাসনের সম্পর্ক

সমাজকর্ম ও সুশাসনের অভিন্ন বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অংশীদারিত্ব এবং জবাবদিহিতা। সমাজকর্ম পেশার সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ার প্রতিটি পর্যায়ে সেবাগ্রহীতার সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ রয়েছে। সমাজকর্মীর পেশাগত দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে নিজ এজেন্সী পেশাগত সংগঠন এবং সেবাগ্রহীতার নিকট জবাবদিহি করতে হয়। সমাজকর্ম ও সুশাসনের অন্যান্য সাধারণ বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে ন্যায়পরায়ণতা, আইনের শাসন এবং দায়িত্বশীলতা।

সমাজকর্মের সহায়ক পদ্ধতি হচ্ছে সমাজকর্ম প্রশাসন ও সামাজিক কার্যক্রম। সমাজকর্ম প্রশাসন হলো সামাজিক নীতিকে সমাজসেবায় পরিণত করার প্রক্রিয়া।১০ সমাজকর্ম প্রশাসনকে সুশাসনে পরিণত করার জন্য সমাজকর্মীদের সুশাসনের জ্ঞানার্জন করতে হয়। অন্যদিকে, সমাজকর্ম সহায়ক পদ্ধতি সামাজিক কার্যক্রম হলো সামাজিক প্রথা, প্রতিষ্ঠান, আইন, অন্যায়, অবিচার ও নীতি সংশোধনের লক্ষ্যে পরিচালিত দলীয় প্রচেষ্টা। সামাজিক কার্যক্রম সুশাসন প্রতিষ্ঠার সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে প্রয়োগ করার সুযোগ রয়েছে। এদিক হতে সমাজকর্ম ও সুশাসন পরস্পর সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। পেশা হিসেবে সমাজকর্ম সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে অনুশীলন করা হয়। এজন্য সুশাসন ব্যতীত সমাজকর্মের লক্ষ্য বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। আবার সুশাসন প্রতিষ্ঠার প্রতিবন্ধকতাগুলো মোকাবেলায় সমাজকর্মের সহায়ক পদ্ধতি সামাজিক কার্যক্রম প্রয়োগ করা যায়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজকর্ম ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৫ – সমাজকর্মের সাথে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা এবং পেশার সম্পর্ক

টপিক – ০৭ সমাজকর্ম ও অর্থনীতি

টপিক ০৭: সমাজকর্ম ও অর্থনীতি

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

সমাজকর্ম ও অর্থনীতি

সামাজিক বিজ্ঞানগুলোর গুরুত্বপূর্ণ শাখা অর্থনীতি। সামাজিক সম্পর্কের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক অর্থনৈতিক সম্পর্ককে কেন্দ্র করে অর্থনীতির বিকাশ। সুতরাং সম্পদকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠা মানবজ্ঞানের বিশেষ শাখা অর্থনীতির সঙ্গে সমাজকর্মের সম্পর্ক থাকা স্বাভাবিক।

অর্থনীতি সামাজিক বিজ্ঞানের সে শাখা, যাতে সম্পদ উৎপাদন, বন্টন, ভোগ, বিনিয়োগ সংক্রান্ত মানুষের কার্যাবলি আলোচনা করা হয়। ১৮৯২ সালে প্রকাশিত "Economics of Industry" গ্রন্থে অধ্যাপক মার্শাল অর্থনীতির সংজ্ঞায় বলেছেন, "অর্থশাস্ত্র মানব জাতির দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ কার্যাবলি নিয়ে আলোচনা করে।" (Economics is the study of mankind in the ordinary business of life.- Prof. Alfred Marshall)। কীভাবে মানুষ অর্থ আয় এবং ব্যয় করে তার পর্যালোচনা করা অর্থনীতির কাজ। মার্শালের সংজ্ঞানুযায়ী অর্থনীতির আলোচ্য বিষয় সম্পদ এবং মানুষ। সম্পদ আহরণ এবং সম্পদের ব্যবহার সংক্রান্ত মানুষের আচার-আচরণ ও কার্যাবলির অধ্যয়নই অর্থশাস্ত্র।

অর্থনীতির অধিক গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা প্রদান করেছেন অধ্যাপক এল. রবিন্স। তাঁর মতে, "মানুষের অভাব এবং বিকল্প ব্যবহারযোগ্য সীমিত সম্পদ বিষয়ক মানব আচরণ সম্বন্ধে যে বিজ্ঞান আলোচনা করে তাই অর্থশাস্ত্র।" (Economics is a science which studies human behaviour as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses.-L Robbins).

রবিন্স-এর সংজ্ঞায় মানব জীবনের তিনটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। প্রথম, মানুষের অভাব অসীম এবং অভাববোধ হতেই মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলি ও কর্মপ্রচেষ্টার উদ্ভব হয়েছে। দ্বিতীয়, অসীম অভাব পূরণের জন্য যে সম্পদ রয়েছে সেগুলো প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত সীমিত। তৃতীয়, উৎপাদনের সীমিত উপকরণগুলো বিকল্প ব্যবহারযোগ্য।

সমাজকর্ম ও অর্থনীতি

অর্থনীতি এমন একটি সামাজিক বিজ্ঞান, যা মানুষের সেসব কার্যাবলি নিয়ে আলোচনা করে যেগুলো বিনিময়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এবং অর্থের দ্বারা পরিমাপযোগ্য। কীভাবে উৎপাদনের সীমিত উপকরণ বিকল্প ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষের অসীম অভাব পূরণ করা যায়, তার বিশ্লেষণ করাই অর্থশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়। সম্পদের উৎপাদন, ভোগ, বিনিময় ও বন্টন সংক্রান্ত মানুষের যে কর্মধারা অর্থনীতি তারই আলোচনা করে। এজন্য জন স্টুয়ার্ট মিল "সম্পদের উৎপাদন ও বন্টন সংক্রান্ত ব্যবহারিক বিজ্ঞান" হিসেবে অর্থনীতিকে আখ্যায়িত করেছেন।

সমাজকর্ম ও অর্থনীতি

সমাজকর্ম ও অর্থনীতির সম্পর্ক

অর্থনীতি ও সমাজকর্ম সামাজিক বিজ্ঞানের (Social Science) গুরত্বপূর্ণ শাখা। উভয়ে সমাজবদ্ধ মানুষের আচরণ ও কল্যাণ নিয়ে আলোচনা করে। সমাজ বহির্ভূত মানুষের আচার-আচরণ সমাজকর্ম ও অর্থনীতির বিবেচ্য নয়। মানুষের আর্থ-সামাজিক সম্পর্ক (Socio-economic relationship) অবিচ্ছেদ্য বিধায় উভয় শাস্ত্রের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র গড়ে উঠেছে। সমাজকর্ম ও অর্থনীতির বিষয়বস্তু, লক্ষ্য, নীতি ও বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে উভয়ের পারস্পরিক সম্পর্কের বিশেষ কতগুলো দিক স্পষ্ট হযে উঠে।

সীমিত সম্পদের বহুমুখী বিকল্প ব্যবহার দ্বারা মানুষের অসীম অভাব পূরণের উপায় নিয়ে আলোচনা করা অর্থনীতির মূল লক্ষ্য। পক্ষান্তরে, সমাজকর্মের লক্ষ্য মানুষের আওতাধীন সম্পদ ও সামর্থ্যের সম্ভাব্য সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষের সার্বিক কল্যাণ আনয়নে সহায়তা করা। সুতরাং অর্থনীতি ও সমাজকর্ম উভয়ের লক্ষ্য হলো মানব কল্যাণ।

সমাজকর্ম ও অর্থনীতি

সমাজকর্ম ও অর্থনীতির সম্পর্ক

অর্থনীতি ও সমাজকর্ম উভয়ে স্বাবলম্বন নীতিতে বিশ্বাসী। সীমিত সম্পদের বিকল্প ব্যবহারের মাধ্যমে মানুষ কীভাবে অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা অর্জন করতে পারে, তার নির্দেশনা দান করে অর্থনীতি। সমাজকর্মের সামগ্রিক সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া স্বাবলম্বন নীতির ভিত্তিতে পরিচালিত। মানুষের আওতাধীন সম্পদ ও সামর্থ্যের সম্ভাব্য সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানে সাহায্য করাই সমাজকর্মের লক্ষ্য। নীতিগত দিক হতে অর্থনীতি ও সমাজকর্ম পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। সমাজের সামগ্রিক উন্নয়নে অর্থনীতি ও সমাজকর্ম সহায়ক ভূমিকা পালন করে। যে কোন দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের অপরিহার্য দু'টি খাত হলো অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক উন্নয়ন। অর্থনৈতিক উন্নয়ন দ্বারা দেশের প্রাপ্ত সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের মাধ্যমে জাতীয় আয়, মাথাপিছু আয় ও উৎপাদন ক্ষমতা দীর্ঘ সময়ের জন্য বৃদ্ধি করা হয়। অন্যদিকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রভাবে সমাজ কাঠামোতে যে পরিবর্তনের সূচনা হয়, তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সম্পদের সুষম বন্টন, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং জনগণের দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসিকতার পরিবর্তন হলো সামাজিক উন্নয়ন।

সমাজকর্ম ও অর্থনীতি

সমাজকর্ম ও অর্থনীতির সম্পর্ক

অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন একটি অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া। যেমন- অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাধ্যমে যদি জাতীয় আয় ও মাথাপিছু আয় বাড়াতে হয়, তবে সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হ্রাস এবং শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা দ্বারা মানব সম্পদ উন্নয়ন ও সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন করতে হয়। এজন্য অর্থনৈতিক উন্নয়নকে অর্থবহ করে তোলার জন্য সামাজিক উন্নয়ন অপরিহার্য। অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে অর্থনীতি ও সমাজকর্ম সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

সমাজকর্ম ও অর্থনীতি

সমাজকর্ম ও অর্থনীতির সম্পর্ক

সমাজকর্মের বহুমুখী জ্ঞানের অন্যতম উৎস হলো অর্থনীতি। অর্থনীতির মৌলিক জ্ঞান ব্যতীত সামাজিক সমস্যা সমাধানে মানুষকে সাহায্য করা যায় না। কারণ মানুষের অর্থনৈতিক আচরণ, সামাজিক আচরণ থেকে বিচ্ছিন্ন নয় এবং প্রত্যেকটি সামাজিক সমস্যার একটা অর্থনৈতিক দিক রয়েছে। দরিদ্র্য, বেকারত্ব, ভিক্ষাবৃত্তি, অধিক জনসংখ্যা ইত্যাদি সমস্যা অর্থনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত। কল্যাণমুখী ও উন্নয়নমুখী অর্থনীতির ধারণা সমাজকর্ম এবং অর্থনীতির সম্পর্ককে ঘনিষ্ঠ করেছে। আধুনিক কল্যাণমুখী রাষ্ট্রের সার্বিক অথনৈতিক কর্মকাণ্ডের মূল লক্ষ্য জনকল্যাণ। বর্তমানে অর্থনীতি একদিকে অর্থনৈতিক সমস্যার বিশ্লেষণ করে, অন্যদিকে সমস্যা সমাধানের পথ নির্দেশ করে। কল্যাণমুখী এবং উন্নয়মুখী অর্থনীতি (Welfare and Developmental Economics) উৎপাদনের স্বল্প উপরকরণসমূহের বিলিবণ্টন এবং কর্মসংস্থান ও আয়ের নির্ধারক বিষয়সমূহ নিয়ে আলোচনা করে। সমাজকর্ম হলো তত্ত্বনির্ভর অনুশীলন। অন্যান্য বিজ্ঞানের মতো অর্থনীতির তত্ত্ব সমাজকর্মে অনুশীলন করা হয়।

সমাজকর্ম ও অর্থনীতির সম্পর্ক

অর্থনীতি ও সমাজকর্মের মধ্যে বিষয়বস্তু ও আলোচনা পদ্ধতির দিক হতে পার্থক্য থাকা সত্বেও উভয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। কারণ মানুষের অর্থনৈতিক আচরণ ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক জীবনের অন্যান্য দিক হতে বিচ্ছিন্ন নয়। অর্থনৈতিক আচরণ মানুষের সামাজিক পরিবেশ, মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি মানবিক প্রবণতা দ্বারা প্রভাবিত। তেমনি অর্থনৈতিক আচরণ দ্বারা সামাজিক আচরণ, সামাজিক সম্পর্ক, সামাজিক ভূমিকা ইত্যাদি বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। ব্যক্তি ও পরিবেশের মধ্যে কার্যকর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে অর্থনৈতিক আচরণ বিশেষভাবে প্রভাবিত করে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজকর্ম ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৫ – সমাজকর্মের সাথে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা এবং পেশার সম্পর্ক

টপিক – ০৮ জনবিজ্ঞান ও সমাজকর্ম

টপিক ০৮: জনবিজ্ঞান ও সমাজকর্ম

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

জনবিজ্ঞান ও সমাজকর্ম

বর্তমান বিশ্বের অন্যতম আলোচিত বিষয় এবং সমস্যা হলো জনসংখ্যাস্ফীতি। বিশ্বব্যাপী বিশেষ করে অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে জনসংখ্যা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিজ্ঞানসম্মত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে জনবিজ্ঞানের (Population Science or Demography) উদ্ভব। সামাজিক বিজ্ঞানের বিশেষ ব্যবহারিক শাখা হিসেবে জনবিজ্ঞান স্বীকৃত। জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত নেতিবাচক প্রভাব এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে জনসংখ্যা সংশ্লিষ্ট সামগ্রিক বিষয়ে অনুসন্ধান ও অধ্যয়ন হলো জনবিজ্ঞান।

জনবিজ্ঞান ও সমাজকর্ম

জনবিজ্ঞানের ইংরেজি পরিভাষা Demography দুটি গ্রীক শব্দ Demos এবং Graphein হতে উদ্ভূত। Demos যার ইংরেজী প্রতিশব্দ 'The People' এবং Graphein এর ইংরেজী প্রতিশব্দ Graph. সুতরাং Demography-র উৎপত্তিগত অর্থ হলো জনসাধারণের জীবনযাত্রার চিত্র। জনবিজ্ঞানের জনক হিসেবে বৃটিশ বস্ত্রব্যবসায়ী জন গুন্টকে (John Graunt) আখ্যায়িত করা হয়। ১৬৬২ সালে জন গুন্ট সুশৃংখল ও প্রণালীবদ্ধ উপায়ে জনসংখ্যা সংশ্লিষ্ট পরিসংখ্যান 'Natural and Political Observation on the Bills of Mortality' প্রকাশ করেন। তিনি ১৬২৯ সাল থেকে সাপ্তাহিক 'Bills of Mortality' নামক বুলেটিনের মাধ্যমে জনসংখ্যার মৃত্যুহারের জৈবিক এবং আর্থ-সামাজিক উপাদান নির্ধারণের প্রচেষ্টা চালান। জন গুন্ট হলেন প্রথম মনীষী যিনি জনসংখ্যার পরিসংখ্যানগত বিধি ব্যবহার ও চিহ্নিত করেন। তবে জনবিজ্ঞান বা Demography প্রত্যয়টি প্রথম ব্যবহার ও প্রবর্তন করেন ১৮৫৫ সালে এ গ্যুইলার (Acille Guillar) |

জনবিজ্ঞান ও সমাজকর্ম

জনবিজ্ঞান হলো জনসংখ্যা সংশ্লিষ্ট সামগ্রিক চলক ও বৈশিষ্ট্যের সুশৃংখল অধ্যয়ন। (Demography is the systematic study of population variables and characteristics.)“ ডেভিড জেরী এবং জুলিয়া জেরী সম্পাদিত Collins Dictionary Sociology গ্রন্থের সংজ্ঞানুযায়ী, "জনবিজ্ঞান হলো পরিধি ও কাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতে জনসংখ্যার পরিসংখ্যানগত অধ্যয়ন। জনসংখ্যার লিঙ্গ, বয়স, বৈবাহিক মর্যাদা, নৃতাত্ত্বিক উৎপত্তি, মৃত্যুহার, জন্মহার এবং স্থানান্তর গমনের পরিপ্রেক্ষিতে জনসংখ্যার সুশৃংখল পরিসংখ্যানগত অধ্যয়ন হলো জনবিজ্ঞান।”

জনবিজ্ঞান হলো সামাজিক বিজ্ঞানের এমন একটি শাখা, যা জনসংখ্যার আকার, প্রকৃতি, আঞ্চলিক কটন, গঠন কাঠামো এবং জনসংখ্যার বিভিন্ন চলক ও উপাদানসমূহ যেমন জন্মহার, মৃত্যুহার, স্থানান্তর ইত্যাদি এবং জনসংখ্যা সংশ্লিষ্ট তত্ত্ব নিয়ে বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা করে।

জনবিজ্ঞান ও সমাজকর্ম

প্রায়োগিক সামাজিক বিজ্ঞানের শাখা হিসেবে জনবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় হলো জনসংখ্যা সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাদি, জনসংখ্যার বিভিন্ন চলক, (জন্ম, মৃত্যু, স্থানান্তর, বিবাহ, গতিশীলতা,) জনমিতিক তথ্য, জনসংখ্যার আঞ্চলিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বন্টন এবং জনসংখ্যা সংশ্লিষ্ট সামগ্রিক মনোঃসামাজিক, আর্থিক ও রাজনীতিক বিষয়াদি। জনংখ্যার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত পরিসংখ্যানগত বিভিন্ন তথ্যাদির পরিমাপ, জনসংখ্যা নীতি নির্ধারণ, জনসংখ্যা পরিকল্পনা প্রণয়ন, প্রকল্প বাস্তবায়ন ও মূল্যায়নে সহায়তা করে জনবিজ্ঞান।

জনবিজ্ঞান ও সমাজকর্ম

সমাজকর্মের সঙ্গে জনবিজ্ঞানের সম্পর্ক

প্রকৃতিগত দিক হতে সমাজকর্ম ও জনবিজ্ঞান সামাজিক বিজ্ঞানের দুটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহারিক শাখা। (Applied Social Science)। জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত সমস্যা এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সুশৃঙ্খল অধ্যয়নের প্রতি সমাজকর্ম ও জনবিজ্ঞান বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। সমাজকর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার মত জনবিজ্ঞানেরও সম্পর্ক রয়েছে।

সমাজকর্ম অনুশীলনের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হলো জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিকল্পিত জনসংখ্যা বৃদ্ধি কার্যক্রম। দেশের মোট জনসংখ্যা, জন্ম, মৃত্যু, স্থানান্তর, বৈবাহিক মর্যাদা, প্রজনন ক্ষমতা, জন্মশীলতা ইত্যাদির বাস্তব তথ্যাদি জনবিজ্ঞান অধ্যয়ন করে। সুতরাং সমাজকর্মীরা জনবিজ্ঞান অধ্যয়নের মাধ্যমে জনসংখ্যা বিষয়ক সামগ্রিক তথ্যাদি সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করতে সক্ষম হয়। জনবিজ্ঞান অধ্যয়নে জনসংখ্যার সামগ্রিক পরিসংখ্যান সুশৃংখল উপায়ে সমাজকর্মীরা সংগ্রহ করতে পারে।

সমাজকর্মের সঙ্গে জনবিজ্ঞানের সম্পর্ক

দেশের সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপর জনসংখ্যার প্রভাব অপরিসীম। জনসংখ্যা বৃদ্ধি সংশ্লিষ্ট তত্ত্বাদি বিশ্লেষণের মাধ্যমে জনসংখ্যার ভবিষ্যত বৃদ্ধি সম্পর্কে প্রক্ষেপন করা যায়। এতে দেশের ভবিষ্যত চাহিদা নিরুপণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ সহজ হয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধি সংশ্লিষ্ট সঠিক তথ্যাদি অর্জনের জন্য সমাজকর্মীদের জনবিজ্ঞান অধ্যয়ন করতে হয়।

জনসংখ্যার গঠন কাঠামো অর্থাৎ বয়স, লিঙ্গ, বন্টন ইত্যাদির সঠিক পরিসংখ্যান জনবিজ্ঞান অধ্যয়নের মাধ্যমে জানা যায়। জন্মহার, মৃত্যুহার, স্থানান্তর, পেশা, বৃত্তি ইত্যাদি বিষয়ে জনবিজ্ঞান তথ্য সরবরাহ করে। লোকসংখ্যার নির্ভরশীলতার হার নির্ণয়ে এবং শহর ও গ্রামের জনসংখ্যা বন্টনের পরিসংখ্যানগত তথ্যাদি জনবিজ্ঞান সরবরাহ করে। কোন এলাকার আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গবেষণা পরিচালনা বা প্রকল্প প্রণয়নে সমাজকর্মীদের এসব তথ্যাদি বিশেষভাবে সাহায্য করে। পরিকল্পনা গ্রহণ বা গবেষণার ক্ষেত্রে জনবিজ্ঞান প্রদত্ত তথ্যাবলী অধিক নির্ভরযোগ্য বিধায় সমাজকর্মীরা এসব তথ্যাদির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকে।

সমাজকর্মের সঙ্গে জনবিজ্ঞানের সম্পর্ক

সমাজকর্মীরা জনবিজ্ঞানের বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করে কোন এলাকার বা অঞ্চলের জনসংখ্যা সম্পর্কিত তথ্যাদি বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হয়। জনসংখ্যা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন চলকের হার নির্ধারণ (জন্ম, মৃত্যু, স্থানান্তর, স্থূল জন্মহার, স্থূল মৃত্যুহার, প্রজনন ক্ষমতা ইত্যাদি), এগুলোর পারস্পরিক প্রভাব নিরূপণ, জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রবণতা ইত্যাদি বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার জন্য সমাজকর্মীদের জনবিজ্ঞানের জ্ঞানার্জন করতে হয়। কারণ জনসংখ্যা সংশ্লিষ্ট চলকের বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ ব্যতীত জনসংখ্যার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে যথাযথ ও নির্ভরযোগ্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব নয়।

জনবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো 'জনসংখ্যা তত্ত্ব। জনসংখ্যা বৃদ্ধি প্রবণতা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন তত্ত্ব জনসংখ্যার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত এবং নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যা উপস্থাপন করে। ভবিষ্যত জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রবণতা, জনসংখ্যার কটন, গঠন কাঠামো ইত্যাদি বিষয়ে জনসংখ্যা তত্ত্বগুলো জ্ঞান দান করে। জনসংখ্যার বন্টন কাঠামো অর্থাৎ বয়স, লিঙ্গ, স্থান ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে জনসংখ্যার গঠন কাঠামো সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি সমাজকর্মীদের শিশুকল্যাণ, যুবকল্যাণ, নারীকল্যাণ, প্রবীণদের সেবা, প্রজনন স্বাস্থ্য ইত্যাদি বিষয়ে তথ্যনির্ভর পরিকল্পনা ও কর্মসূচি প্রণয়নে সাহায্য করে। নচের তিনার বিলাপ

জনবিজ্ঞান ও সমাজকর্ম

সমাজকর্মের সঙ্গে জনবিজ্ঞানের সম্পর্ক

জনবিজ্ঞানের জ্ঞান নির্দিষ্ট জনসংখ্যার জীবনধারা, আর্থ-সামাজিক অবস্থা, মনোভাব, আদর্শ, সম্পর্ক ইত্যাদি বিশ্লেষণে সমাজকর্মীদের সাহায্য করে। সামাজিক নীতি, সামাজিক পরিকল্পনা, মানবসম্পদ উন্নয়ন, জনশক্তি পরিকল্পনা, সমাজসেবা কর্মসূচি ইত্যাদি প্রণয়নে জনবিজ্ঞান নির্দেশনা দান করে। সমাজকর্মের সঙ্গে জনবিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গবেষণা পরিচালনার ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়। সামাজিক ও জনসংখ্যা সমস্যা সংশ্লিষ্ট গবেষণা, পরিচালনায় জনমিতির জ্ঞান সমাজকর্মীদের বিশেষভাবে সাহায্য করে। জনসংখ্যা সংশ্লিষ্ট গবেষণার তথ্যাদি বিশ্লেষণ, শ্রেণিবদ্ধকরণ, সংখ্যাতাত্ত্বিক উপস্থাপন এবং বিভিন্ন চলক ও প্রত্যয়ের সম্পর্ক নিরূপণে জনমিতির জ্ঞান সমাজকর্মীদের সাহায্য করে। কেমন ম

জনবিজ্ঞান ও সমাজকর্ম

সমাজকর্মের সঙ্গে জনবিজ্ঞানের সম্পর্ক

যে কোন দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার মূল নিয়ামক হলো জনসংখ্যা। বিশ্বব্যাপী জনসংখ্যা সমস্যা মোকাবেলায় পেশাদার সমাজকর্মের ভূমিকা স্বীকৃত। বাংলাদেশসহ বিশ্বের প্রায় সব অনুন্নত ও দরিদ্র দেশে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সরকারি-বেসরকারি বহু সংস্থা জনসংখ্যা কার্যক্রমে নিয়োজিত রয়েছে। এসব কার্যক্রমে পেশাদার সমাজকর্মীদের ভূমিকা ও অবদান গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা হয়।

সমাজকর্ম পেশার সমন্বিত প্রয়োগ

সমাজকর্ম সমাজ সম্পর্কে ব্যাপক জ্ঞান আহরণ করে, সে জ্ঞানকে সমাজকর্মের নিজস্ব পদ্ধতির (Social Work Methods) মাধ্যমে ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যা সমাধানে ব্যবহার করে। সমাজকর্ম বিভিন্ন বিজ্ঞান প্রদত্ত তত্ত্বকে নিজস্ব কৌশলের মাধ্যমে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে সামাজিক সমস্যা বা ঘটনা নিয়ন্ত্রণ করে। সমাজকর্মের লক্ষ্য হচ্ছে ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সামাজিক ভূমিকা পালন ক্ষমতা জোরদারকরণ এবং সকল মানুষের কল্যাণে পরিকল্পিত সামাজিক পরিবর্তন সাধন। সমাজকর্মীকে মানব বিকাশ, মানব আচরণ, সমাজ ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান অর্জন করতে হয়। কারণ মানব সমাজের বিভিন্ন দিক পরস্পর অবিচ্ছেদ্যভাবে সাম্পর্কিত। ফলে একদিককে কেন্দ্র করে সৃষ্ট সমস্যা অন্যান্য দিককেও প্রভাবিত করে। কোন সমস্যাই বিচ্ছিন্ন বা এককভাবে সমাজে বিরাজ করে না।

সমাজকর্ম পেশার সমন্বিত প্রয়োগ

অন্যদিকে, আচরণ বিজ্ঞান ও সামাজিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা সামাজিক সম্পর্কের বা মানুষের আচরণের বিশেষ দিক নিয়ে আলোচনা করে। জ্ঞানের প্রতিটি শাখাই তার আওতাভুক্ত বিষয়কে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিশ্লেষণ করে এবং ফলিত শাখার মাধ্যমে সে সমস্যার সমাধান দিতে চেষ্টা করে। উদাহরণস্বরূপ দরিদ্রতার মতো সামাজিক সমস্যার উল্লেখ করা যায়। এ সমস্যার সমাধান দিতে গিয়ে অর্থনীতিবিদগণ জীবনযাত্রার মান উন্নত করার প্রতি গুরুত্ব দেবেন। উৎপাদন বৃদ্ধি, শিল্পায়ন, কর্মসংস্থান এবং সম্পদের সুষম বন্টনের মাধ্যমে দারিদ্র্য সমস্যা সমাধানের উপায়' গ্রহণের প্রতি তারা মত পোষণ করবেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শুধু আর্থিক সমস্যার সমাধান দিলেই দরিদ্রতা দূর করা যাবে না। কারণ এটি কোন বিচ্ছিন্ন সমস্যা নয়। দরিদ্রতার সঙ্গে সম্পর্কিত সামাজিক, সাংস্কৃতিক, মানসিক দিকের প্রতি গুরুত্ব প্রদান ছাড়া এর সমাধান আশা করা যায় না।

সমাজকর্ম পেশার সমন্বিত প্রয়োগ

রাষ্ট্রবিজ্ঞান একটা ভিন্ন দৃষ্টিকোণ হতে দারিদ্র্য সমস্যাকে শাসন ও শোষণের ফল হিসেবে বিশ্লেষণ করবে। সুতরাং জনগণের সমান সুযোগ ও সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এ সমস্যার সমাধান হতে পারে বলে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিশ্বাস করে। কিন্তু সমান সুযোগসুবিধা ও সমঅধিকারের প্রশ্নে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নৈতিকতা, প্রশিক্ষণ, উৎপাদন, সামাজিকতা ইত্যাদি বিষয় যুক্ত হয়ে পড়ে।

মনোবিজ্ঞান আচরণের বিজ্ঞান হিসেবে দারিদ্র্য সমস্যার জন্য কোন উদ্দীপকটি দায়ী এবং সমস্যা সমাধানের জন্য আচরণকে নির্দিষ্ট খাতে প্রবাহিত করতে হলে কোন কোন উদ্দীপক-এর উপস্থিতির প্রয়োজন তা বিবেচনা করবে। এ ক্ষেত্রে উদ্দীপকগুলো অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, উৎপাদন, মূল্যবোধ ইত্যাদি সম্বন্ধীয় হতে পারে।

সমাজকর্ম পেশার সমন্বিত প্রয়োগ

সামগ্রিকভাবে দারিদ্র্য সমস্যা মোকাবেলা করতে সবগুলো বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে। সমাজকর্মের বিষয়বস্তু সামাজিক প্রক্রিয়া ও সামাজিক ঘটনা থেকে উদ্ভুত। সমাজকর্মের বিষয়বস্তু কোন না কোনভাবে আচরণ বিজ্ঞান ও সামাজিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত। যেসব সমস্যাকে কেন্দ্র করে সমাজকর্মের প্রায়োগিক দিক ব্যাপৃত, তার প্রায় সবদিককে কেন্দ্র করে সামাজিক বিজ্ঞানের কোন না কোন তত্ত্বের বিকাশ ঘটেছে। সুতরাং সামাজিক বিজ্ঞানসমূহ বিভিন্নভাবে সমাজকর্মের কার্যকর প্রয়োগে সহায়তা করছে। জীববিজ্ঞান ও জীবাণু বিজ্ঞানের (Biology and Bacteriology) তত্ত্বগত ও পরীক্ষামূলক গবেষণা ব্যতীত রোগ চিকিৎসার আধুনিক প্রযুক্তি ও কলাকৌশল আবিষ্কার এবং প্রয়োগ সম্ভব নয়। গণিত ও পদার্থবিদ্যার তত্ত্বগত গবেষণা ব্যতীত প্রকৌশলবিদ্যার (Engineering) নতুন কলাকৌশল উদ্ভাবন সম্ভব নয়। অনুরূপ বিভিন্ন সামাজিক বিজ্ঞানের গবেষণা ও তত্ত্বানুসন্ধানমূলক কার্যবলি সম্পাদিত না হলে, সামাজিক সমস্যার কার্যকরী সমাধান আশা করা যায় না। সুতরাং বলা যায়, মানবকল্যাণের উন্নয়নে সামাজিক বিজ্ঞানের সবগুলো শাখাই গুরুত্বপূর্ণ। সামাজিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া বুঝতে এবং নিয়ন্ত্রণ করতে সামাজিক বিজ্ঞানগুলোর জ্ঞান সমাজকর্মীদের সাহায্য করে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজকর্ম ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৫ – সমাজকর্মের সাথে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা এবং পেশার সম্পর্ক

টপিক – ০৯ বিভিন্ন পেশার সঙ্গে সমাজকর্মের সম্পর্ক

টপিক ০৯: বিভিন্ন পেশার সঙ্গে সমাজকর্মের সম্পর্ক

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

বিভিন্ন পেশার সঙ্গে সমাজকর্মের সম্পর্ক

সমাজকর্ম একটি সাহায্যকারী পেশা (Helping profession)। সব ধরনের সাহায্যকারী পেশাই মানুষের অপূরিত মানবিক চাহিদা পূরণে সহায়তাদানের মধ্যদিয়ে বিকাশ লাভ করে। চিকিৎসক, শিক্ষক, প্রকৌশলী, মনোবিজ্ঞানী, আইনবিদ প্রভৃতি পেশাদার ব্যক্তিরা সমাজের স্বীকৃতি লাভের মধ্য দিয়ে মানব জীবনের বিশেষ চাহিদা ও প্রয়োজন পূরণে সেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে। মানুষের নির্দিষ্ট চাহিদা ও প্রয়োজন পূরণে সহায়তাদানের লক্ষ্যে অন্যান্য পেশার মতো সমাজকর্মেরও বিকাশ ঘটে।

মানব জীবন হলো এক অখণ্ড যৌগিক ব্যবস্থা এবং এর বিভিন্ন দিক অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত। মানব জীবনের বিভিন্ন দিকের চাহিদাগুলো পরস্পর পরস্পরকে প্রভাবিত করে। একদিকের চাহিদা পূরণ করতে গিয়ে অন্যদিকের চাহিদা পূরণের প্রতি গুরুত্ব দিতে হয়।

বিভিন্ন পেশার সঙ্গে সমাজকর্মের সম্পর্ক

প্রত্যেক পেশাই মানব জীবনের বিশেষ দিক নিয়ে ব্যাপৃত। চিকিৎসা পেশা প্রধানত দৈহিক ও জৈবিক প্রক্রিয়ার অসুস্থ্যতার দিক নিয়ে ব্যাপৃত। শিক্ষা পেশা শিক্ষণ প্রদ্ধতি, শিক্ষণ চত্ত, প্রেষণা এবং শিক্ষণবিজ্ঞানের অন্যান্য দিক নিয়ে ব্যাপৃত। আইন পেশা মানবজীবনের শৃঙ্খলা, অধিকার, সামাজিক সম্পর্ক প্রভৃতি আইনগত দিক নিয়ে আলোচনা করে। সমাজকর্মের মুখ্য ভূমিকা হলো ব্যক্তির সঙ্গে অন্যান্য মানুষের সম্পর্ক উন্নয়ন। ব্যক্তির সামাজিক ভূমিকা অর্থাৎ ব্যক্তির নিজের পরিবারের, দলের, সমষির প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের

প্রতি এতে অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়। মানব চাহিদাগুলোর অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে মানব চাহিদা পূরণে সাহায্যকারী পেশাগুলোর মধ্যেও সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। সুতরাং মানবকল্যাণে নিয়োজিত অন্যান্য পেশার সঙ্গে সমাজকর্ম পেশার সম্পর্ক থাকাই স্বাভাবিক।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজকর্ম ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৫ – সমাজকর্মের সাথে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা এবং পেশার সম্পর্ক

টপিক – ১০ সমাজকর্ম এবং চিকিৎসা পেশা

টপিক ১০: সমাজকর্ম এবং চিকিৎসা পেশা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

সমাজকর্ম এবং চিকিৎসা পেশা

চিকিৎসা ও সমাজকর্ম মানবসেবায় নিয়োজিত দুটি পেশা। স্বাস্থ্য একাধারে ব্যক্তিগত ও দেশের জাতীয় সম্পদ এবং এটি রক্ষায় দায়িত্ব পালন করে চিকিৎসা পেশা। মানুষের দৈহিক কাঠামোর এবং দেহের জৈবিক প্রক্রিয়া কর্মক্ষম ও সচল রাখার জন্য যেসব চাহিদা ও প্রয়োজন পূরণের দরকার, সেসব পূরণে সাহায্য করে চিকিৎসা ও নার্সিং পেশা।

সমাজকর্ম এবং চিকিৎসা পেশা

আর সামাজিক জীব হিসেবে অন্যদের সঙ্গে সন্তোষজনক মানবিক সম্পর্ক বজায় রাখার সামর্থ্য অর্জনের জন্য, যেসব সামাজিক চাহিদা পূরণ করতে হয়, সেগুলো পূরণে সাহায্য করে সমাজকর্ম। সামাজিক সম্পর্কের বিভিন্ন পর্যায়ে মানুষের পরিচিতি, মর্যাদা অনুযায়ী সামাজিক ভূমিকা পালন ক্ষমতা পুনরুদ্ধার, উন্নয়ন ও সংরক্ষণে সাহায্য করে সমাজকর্ম। সামাজিক ভূমিকা পালনের জন্য দৈহিক কাঠামো এবং জৈবিক প্রক্রিয়ার কার্যকারিতা সুস্থ্য ও সক্রিয় থাকা একান্ত প্রয়োজন। দৈহিক কাঠামো এবং জৈবিক প্রক্রিয়া ব্যাহত হলে অসুস্থ্যতার কারণে মানুষ সামাজিক ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করতে পারে না। সামাজিক চাহিদা ও প্রয়োজন পূরণের পূর্বশর্ত হলো দৈহিক কাঠামো এবং দেহের জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়া কর্মক্ষম থাকা। এক্ষেত্রে চিকিৎসা পেশা প্রত্যক্ষ ও সরাসরি সেবা প্রদান করে।

সমাজকর্ম এবং চিকিৎসা পেশা

পেশা হিসেরে চিকিৎসা এবং সমাজকর্ম উভয় পেশাই বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, তত্ত্ব, পেশাগত মূল্যবোধ এবং অনুশীলন নৈপুণ্যের উপর ভিত্তিশীল। চিকিৎসা পেশা সামগ্রিকভাবে দৈহিক কাঠামো এবং জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়া কর্মক্ষম রাখার জন্য নিয়োজিত। আর সমাজকর্মীরা দৈহিক ও জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়া যেসব সামাজিক উপাদান দ্বারা প্রভাবিত শুধু সেগুলো অধ্যয়ন করে। সমাজকর্মী তার পেশাগত নৈপুণ্য সরাসরি সেবাগ্রহীতাকে অর্থাৎ সেবাগ্রহীতার পক্ষে সমাধান দিতে পারেন না। তিনি সেবাগ্রহীতাকে নিয়ে পেশাগত দক্ষতা প্রয়োগ করেন। (Social worker uses skills with the client)। অন্যদিকে, চিকিৎসক পেশাগত নৈপুন্য সরাসরি সেবাগ্রহীতাকে দিয়ে থাকেন। চিকিৎসক নির্দিষ্ট ঔষধ দ্বারা রোগীকে চিকিৎসা করতে পারেন। সমাজকর্মীর পক্ষে এরূপ সাহায্যদানের সুযোগ কম।

চিকিৎসা পেশা অনুশীলনে হাসপাতাল ও চিকিৎসা কেন্দ্রগুলোতে সমাজকর্ম পরোক্ষ ভূমিকা (Secondary role) পালন করে। রোগ চিকিৎসার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সামাজিক কারণ ও উপাদানগুলো চিহ্নিতকরণ এবং সেগুলো সম্পর্কে চিকিৎসকদের তথ্য সরবরাহ এবং অসুস্থ্য ব্যক্তিকে প্রয়োজনীয় সাহায্য প্রদানের মাধ্যমে চিকিৎসা ব্যবস্থাকে অর্থবহ করে তোলতে সমাজকর্মীরা সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

সমাজকর্ম এবং চিকিৎসা পেশা

সামাজিক বা আবেগীয় (Social or emotional) কারণে যেমন চিকিৎসাক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে, অনুরূপ দৈহিক অসুস্থ্যতার কারণেও সামাজিক বা আবেগীয় সমস্যা দেখা দিতে পারে। সমাজকর্মীরা ব্যক্তিগত, দলগত এবং পারিবারিক পর্যায়ে পরামর্শ, উপদেশ ইত্যাদি কৌশলের মাধ্যমে হাসপাতাল পরিবেশে রোগীকে খাপ খাওয়াতে সাহায্য করে। চিকিৎসা পেশার পরিপূর্ণ অনুশীলনে সমাজকর্ম সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

অন্যদিকে মানসিক হাসপাতালে সমাজকর্ম হলো মনোবিজ্ঞান, মনোচিকিৎসা ও চিকিৎসা পেশার সমপর্যায়ের অংশীদারী (Equal partner) পেশা। মানসিক চিকিৎসা বোর্ডের সদস্য হিসেবে সমাজকর্মীরা ভূমিকা পালন করে। স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ক্ষেত্রে সহায়তা করার প্রায়োগিক দিক হলো চিকিৎসা সমাজকর্ম এবং মনোঃচিকিৎসা সমাজকর্ম। স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ক্ষেত্রে সমাজকর্মের জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ এবং কৌশল প্রয়োগ করে পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসা সহায়তা করাই চিকিৎসা সমাজকর্মের উদ্দেশ্য।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজকর্ম ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৫ – সমাজকর্মের সাথে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা এবং পেশার সম্পর্ক

টপিক – ১১ সমাজকর্ম ও আইন পেশা

টপিক ১১: সমাজকর্ম ও আইন পেশা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

সমাজকর্ম ও আইন পেশা

সমাজকল্যাণের অপরিহার্য উপাদান হলো আইনের শাসন। এটি মানবাধিকার ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার অপরিহার্য উপাদান। রাষ্ট্র প্রদত্ত আইনগত অধিকার ভোগের প্রতিবন্ধকতা বা অন্তরায় মোকাবেলায় সাহায্য করে আইন পেশা। ব্যক্তি যাতে রাষ্ট্রীয় বিধিবিধানের আওতায় কর্তব্য পালনের মাধ্যমে অধিকার ভোগ করতে পারে সেজন্য সহায়তা করে আইন পেশা। আইন পেশার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এতে সংশ্লিষ্ট সেবাপ্রার্থী সরাসরি পেশাদার ব্যক্তির নিকট সেবার জন্য যোগাযোগ করে। আইন পেশায় নিয়োজিত পেশাদার ব্যক্তিরা সেবাগ্রহীতার পক্ষে আইনগত সমস্যার সমাধান দিয়ে থাকেন।

সমাজকর্ম ও আইন পেশা

সমাজকর্ম অনুশীলনে আইন পেশা সহায়ক ভূমিকা পালন করে। রাষ্ট্রীয় আইনগত কাঠামোর আওতায় সমাজকর্মীদের মানব কল্যাণে পেশাগত সেবাদান করতে হলে অবশ্যই মৌলিক আইন বিষয়ে জ্ঞানার্জন করতে হয়। অনেক সময় দেখা যায় আইনগত প্রতিবন্ধকতার কারণে মানুষের সামাজিক সম্পর্ক এবং সামাজিক ভূমিকা পালন ক্ষমতা ব্যাহত হয়। এমতাবস্থায় সমাজকর্মীরা আইন পেশার সাহায্য গ্রহণের মাধ্যমে পেশাগত দায়িত্ব পালন করে। প্রবেশন, প্যারোল, কিশোর আদালত, 'আফটার কেয়ার সার্ভিস, লিগ্যাল এইড বা আইনগত সহায়তা প্রভৃতি আইনগত কার্যক্রমে সমাজকর্ম সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

সমাজকর্ম ও আইন পেশা

সংশোধনমূলক কার্যক্রম আইন পেশা এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সরাসরি নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত। আইন পেশা হলো মুখ্য নিয়ন্ত্রক (Primary discipline); এবং সমাজকর্ম সহায়ক ভূমিকা পালন করে। কিশোর অপরাধী, মুক্ত কয়েদি পুনর্বাসন, প্যারোল, প্রবেশন প্রভৃতি কার্যক্রম সমাজকর্ম অনুশীলনের প্রধান ক্ষেত্র। যেগুলোর সঙ্গে আইন পেশা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। অপরাধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সামাজিক উপাদান চিহ্নিতকরণ ও তথ্যাদি সংগ্রহে সমাজকর্মীরা সাহায্য করতে পারেন। এছাড়া পরামর্শ, উপদেশ, কর্মসংস্থান, সমষ্টি উন্নয়ন প্রভৃতির মাধ্যমে অপরাধ সংশোধনে সমাজকর্মীরা ভূমিকা পালন করতে পারে। এদিক হতে আইন পেশা অনুশীলনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে সমাজকর্ম।

সমাজকর্ম ও আইন পেশা

সমাজ পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রচলিত আইনের সংশোধন এবং নতুন আইনের প্রয়োজন দেখা দেয়। আবার আইন ব্যবস্থার সঙ্গে জনগণের সামঞ্জস্য বিধানের জন্য প্রয়োজনীয় সচেতনতা সৃষ্টির প্রয়োজন পড়ে। এসব ক্ষেত্রে সমাজকর্ম সহায়তা করতে পারে। নতুন আইন প্রণয়নে জনমত গঠন, যুক্তি উপস্থাপন এবং আইন প্রণেতাদের প্রভাবিতকরণে সমাজকর্মের জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োগ করা যায়। অন্যদিকে আইনগত কাঠামোর আওতায় মানুষ যাতে সামাজিক ভূমিকা পালন করতে পারে, সেজন্য প্রয়োজনীয় সেবাদানে সমাজকর্মীরা সক্ষম। এভাবে আইন পেশা অনুশীলনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সমাজকর্ম গৌণ পেশা হিসেবে (Secondary discipline) ভূমিকা পালন করে। স্বাভাবিকভাবেই অন্যান্য পেশার মতো আইন পেশার সঙ্গেও সমাজকর্মের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। সমাজকর্মীদের সমাজসেবার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আইন সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞানার্জন করতে হয়।

মানবাধিকার এবং সামাজিক ন্যায়বিচার সমাজকর্মের মৌলিক ভিত্তি। আইনগত কাঠামোর আওতায় আইনের শাসনের মাধ্যমে মানবাধিকার ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা সম্ভব। বর্তমানে আইনগত সহায়তা (Legal aids) কর্মসূচি সবদেশেই বাস্তবায়িত হচ্ছে। সমাজকর্মীরা সমাজের সুবিধাবঞ্চিত ও ক্ষমতাহীন ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীকে আইনগত সহায়তা সেবা প্রদানে ভূমিকা রাখতে পারে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজকর্ম ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৫ – সমাজকর্মের সাথে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা এবং পেশার সম্পর্ক

টপিক – ১২ সমাজকর্ম ও সাংবাদিকতা

টপিক ১২: সমাজকর্ম ও সাংবাদিকতা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

সমাজকর্ম ও সাংবাদিকতা

বর্তমান বিশ্বে সাংবাদিকতা সমাজের অন্যতম প্রভাবশালী পেশা হিসেবে বিবেচিত। সাংবাদিকতা শব্দটি ব্যাপক এবং বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। ইলেকট্রোনিক এবং প্রিন্ট মিডিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবদিকই সাংবাদিকতার পরিধিভুক্ত।

সাধারণত সাংবাদিকতা হলো সাম্প্রতিক ঘটনার উপর তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ, পত্রিকায় ও ম্যাগাজিনে লেখা অথবা রেডিও, টেলিভিশনে সংবাদ সম্পাদনা এবং প্রকাশ করা। ব্যাপক অর্থে বিজ্ঞাপন, জনসংযোগকর্মী এবং গণযোগাযোগের সঙ্গে সম্পর্কিত পেশাজীবী ব্যক্তিদের সাংবাদিকতা শব্দ দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা যায়। বাংলাদেশসহ বিশ্বের সবদেশেই বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে সাংবাদিকতা বিভাগ রয়েছে। আধুনিক সমাজে জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ এবং জনমত গঠনের প্রধান মাধ্যম হলা সংবাদ মাধ্যম। জনমত গঠন এবং জনমতের প্রতিফলনে সাংবাদিকতা পেশা শক্তিশালী ভূমিকা পালন করে। তাতে খান জাল শাশু

সমাজকর্ম ও সাংবাদিকতা

সমাজকর্মের সঙ্গে সাংবাদিকতা পেশার সম্পর্ক রয়েছে। সমাজকর্ম এবং সাংবাদিকতা পেশা অভিন্ন কতগুলো উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করে। জনমত গঠন, সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, মানব উন্নয়ন, মৌলিক মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি সমাজকর্ম ও সাংবাদিকতা উভয়ের প্রতিপাদ্য বিষয়। উভয়ে জনকল্যাণমুখী পেশা হিসেবে স্বীকৃত।

পেশাদার সমাজকর্মের সহায়ক পদ্ধতি সামাজিক কার্যক্রম (Social action)। সামাজিক কার্যক্রমের উদ্দেশ্য হলো যুক্তিসঙ্গত তথ্যাদি সরবরাহ করে সামাজিক নীতি প্রণয়ন এবং পরিকল্পিত পরিবর্তন আনয়নের পরিবেশ তৈরি করা। সমাজের নিম্নশ্রেণির মুখপাত্র হিসেবে সামাজিক সাম্য ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় সংগঠিত উপায়ে দলীয় প্রচেষ্টা চালানো। সমাজে প্রচলিত ক্ষতিকর সামাজিক প্রথা ও অনাচারের বিরুদ্ধে জনমত গঠন সামাজিক কার্যক্রমের অন্যতম লক্ষ্য। এসব লক্ষ্যার্জনে সাংবাদিকতা পেশা কার্যকর ভূমিকা পালন করে। জনমত ও জনজীবনের সমস্যাভিত্তিক জনমত জরিপের মাধ্যমে জনমত গঠনের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দান করে সংবাদপত্র।

সমাজকর্ম ও সাংবাদিকতা

সামাজিক সমস্যা, অনাচার, মূল্যবোধের অবক্ষয়, মানবাধিকার লঙ্ঘন, মাদকাসক্তি, অপরাধ ও সহিংসতা মানব পাচার, বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, জনস্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়ে জনমত গঠন এবং সচেতনতা বৃদ্ধির বস্তুনিষ্ঠ তথ্যাদি উপস্থাপন করে সংবাদপত্র। এমনকি কোন বিষয়কে কেন্দ্র করে সমাজকর্মের সহায়ক পদ্ধতি সামাজিক কার্যক্রম গড়ে তোলা হবে অথবা সমাজকর্ম গবেষণার বিষয়বস্তু নির্বাচনের নির্দেশনা সংবাদপত্রের মাধ্যমে নির্ধারণ করা যায়।

দাবার দেরী শিল্পি

সমাজকর্ম ও সাংবাদিকতা

সমাজকর্ম পেশার প্রচার এবং প্রসারে সাংবাদিকগণ কার্যকর ভূমিকা পালন করে আসছে। পেশা হিসেবে সমাজকর্মের যৌক্তিকতা এবং সমাজকর্মীদের কার্যক্রম সম্পর্কে তথ্যাদি প্রচারে সাংবাদিকতা পেশা কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে। সমাজকর্মের মুখপত্র হিসেবে সমাজকর্ম পেশার বিকাশে ১৮৯১ সালে দান সংগঠন সমিতি প্রকাশিত The Charities Review এবং ১৯১০ সালে The Survey পত্রিকার অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে আন্তর্জাতিক সমাজকর্মী ফেডারেশন (International Federation of Social Workers-IFSW) প্রভাবশালী পত্রিকা International Social Work' নিয়মিত প্রকাশ করছে, যা বিশ্বব্যাপী সমাজকর্ম পেশার তথ্যাদি প্রচারে কার্যকর ভূমিকা পালন করছে। পেশা হিসেবে সমাজকর্মের যথার্থতা ও যৌক্তিকতা সাংবাদিকগণ সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশ করে জনমত গঠনে সহায়তা করছে।

সমাজকর্মের সহায়ক পদ্ধতি হলো সমাজকর্ম গবেষণা। গবেষণার প্রাসঙ্গিক সাহিত্য পর্যালোচনার (Literrature Review) গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হলো সংবাদপত্র। গবেষণার সমস্যা নির্বাচন এবং ফলাফল প্রকাশের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হলো সংবাদপত্র। সমাজকর্ম অনুশীলনের নতুন নতুন প্রয়োগক্ষেত্র নির্বাচনে সংবাদপত্র সাহায্য করে।

সমাজকর্মের বিভিন্ন শাখা এবং পেশার সমন্বিত প্রয়োগ

মানুষের চাহিদা বহুমুখী ও বিচিত্র ধরনের। আবার মানব চাহিদাগুলো প্রকৃতিগতভাবে পরস্পর নির্ভরশীল ও সম্পর্কযুক্ত। বহুমুখী ও বিচিত্র ধরনের মানব চাহিদা পূরণে সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে ব্যাপক জ্ঞান ও পেশাগত দক্ষতা অর্জন করতে হয়। কারণ কোন একটি পেশা এককভাবে সবধরনের মানব চাহিদা পূরণে এজেন্সীগুলোকে সাহায্য করতে পারে না। সর্বোচ্চ পর্যায়ে মানবসেবা প্রদানের জন্য মানবসেবা প্রদানকারি পেশাগুলো সমন্বিতভাবে অনুশীলন করতে হয়। যদিও বিশেষ চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে কোন একটি পেশার প্রাধান্য ও নিয়ন্ত্রণ পরিলক্ষিত হয়। যেমন স্বাস্থ্যসেবা খাতে চিকিৎসা পেশা, আইনগত সেবা প্রদানে আইন পেশার প্রাধান্য ও নিয়ন্ত্রণ পরিলক্ষিত হয়। স্বাস্থ্যসেবা খাতে সমাজকর্ম ও মনোবিজ্ঞান সহায়ক পেশা হিসেবে ভূমিকা পালন করে। আবার শিশুকল্যাণ এবং পারিবারিক সেবাখাতে সমাজকর্ম পেশাগত নেতৃত্ব দিয়ে থাকে। অন্যান্য পেশা সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

সমাজকর্মের বিভিন্ন শাখা এবং পেশার সমন্বিত প্রয়োগ

মানবিক চাহিদা এবং মানবিক সমস্যার সঙ্গে সম্পর্কিত সমাজকর্ম জ্ঞানের বিভিন্ন বিশেষায়িত শাখা রয়েছে। এসব শাখার মধ্যে চিকিৎসা সমাজকর্ম, ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম, সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্ম, শিল্প সমাজকর্ম, বিদ্যালয় সমাজকর্ম, প্রবীণকল্যাণ সমাজকর্ম, পল্লী সমাজকর্ম ইত্যাদি। সমাজকর্ম জ্ঞান অনুশীলনের এসব শাখাগুলো সংশ্লিষ্ট খাতে সেবা প্রদানে নিয়োজিত অন্যান্য পেশার সঙ্গে সমন্বিত উপায়ে প্রয়োগ করা হয়। কারণ সমাজে এমন অনেক সেবাখাত রয়েছে, যেখানে একাধিক পেশা সমমর্যাদা নিয়ে পেশাগত দায়িত্ব পালন করে। যেমন প্রবীণসেবা, মানসিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্র প্রভৃতি সেবাখাতে একাধিক সাহায্যকারি পেশা সমঅংশীদারিত্বের ভিত্তিতে (Equal partner) পেশাগত সেবা দিয়ে থাকে। মানসিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসক, নার্স, মনোঃচিকিৎসক, জনস্বাস্থ্যকর্মী, মনোঃচিকিৎসা সমাজকর্মী সমন্বিতভাবে ভূমিকা পালন করেন। কোন একটি পেশা এককভাবে অনুশীলনের মাধ্যমে মনোঃচিকিৎসা করা সম্ভব নয়।

সমাজকর্মের বিভিন্ন শাখা এবং পেশার সমন্বিত প্রয়োগ

সমাজে অনেক সেবাখাত রয়েছে, যেখানে মুখ্য পেশার (Primary profession) সঙ্গে একাধিক সহায়ক পেশা অনুশীলন করতে হয়। যেমন হাসপাতালে প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধার সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসাসেবা প্রদানে চিকিৎসা সমাজকর্মী সহায়ক ভূমিকা পালন করেন। অনুরূপ স্কুল কার্যক্রমে সমাজকর্মী ও শিক্ষা মনোবিজ্ঞানী সহায়ক ভূমিকা পালন করেন। এখানে হাসপাতালে চিকিৎসা পেশা ও স্কুলে শিক্ষা পেশা মুখ্য পেশা এবং সমাজকর্ম সহায়ক পেশা হিসেবে ভূমিকা পালন করে।

মানব জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা বিশেষায়িত হওয়ার ফলে প্রতিটি শাখার দৃষ্টিভঙ্গি ও বিষয়বস্তু সংকীর্ণ হয়ে পড়েছে। জটিল ও বহুমুখী সমস্যা সমাধানে জ্ঞানের বিশেষায়িত বিভিন্ন শাখা কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছে না। এজন্য সমস্যা সমাধানে আন্তঃবিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা হয়।

সমাজকর্মের বিভিন্ন শাখা এবং পেশার সমন্বিত প্রয়োগ

পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা মানব কল্যাণের বিভিন্নখাতে সমন্বিত অনুশীলনের সময় একটি পেশা মুখ্য এবং অন্যগুলো গৌণ বা সহায়ক পেশা হিসেবে বিবেচিত। এককভাবে কোন একটি পেশা বহুমুখী মানব চাহিদা পূরণ করতে পারে না। সমাজকর্ম জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা যেমন চিকিৎসা সমাজকর্ম, স্কুল সমাজকর্ম, মনোঃচিকিৎসা সমাজকর্ম, ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম প্রভৃতি অন্যান্য পেশার সঙ্গে সমন্বিতভাবে প্রয়োগ করতে হয়। অপরাধ সংশোধন, প্রতিবন্ধীদের সেবা, শিশুকল্যাণ, শিশুসংরক্ষণ সেবা প্রভৃতি ক্ষেত্রে সমন্বিত উপায়ে একাধিক পেশা অনুশীলন করতে হয়। বিভিন্ন পেশার সমন্বিত প্রয়োগের মাধ্যমেই সমস্যার কার্যকর সমাধান সম্ভব।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজকর্ম ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৫ – সমাজকর্মের সাথে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা এবং পেশার সম্পর্ক

টপিক – ১৩ বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

টপিক ১৩: বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

১. সমাজকর্ম কোন বিজ্ঞানের ব্যবহারিক দিক হিসেবে বিবেচিত?

ক. জনবিজ্ঞান
খ. সমাজবিজ্ঞান
গ. নৃবিজ্ঞান
ঘ. অর্থনীতি

২. সিভিস ও সিভিটাস কোন ভাষার শব্দ?

ক. গ্রীক
খ. ফার্সী
গ. ল্যাটিন
ঘ. স্পানিশ

৩. সামাজিক বিজ্ঞানসমূহের মধ্যে বাস্তব আলাদা সত্তা নেই- এটি কার উক্তি?

ক. ম্যাক্স ওয়েভার
খ. আর এম ম্যাকাইভার
গ. হাবার্ট স্পেনসার
ঘ. ফ্রিডল্যান্ডার

৪. জ্ঞানের কোন শাখা মানুষের বাহ্যিক আচরণের অভ্যন্তরীণ শক্তি অনুসন্ধান করে?

ক. সমাজবিজ্ঞান
খ. মনোবিজ্ঞান
গ. পৌরনীতি
ঘ. সমাজবিজ্ঞান

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

৫. মানব জাতির সাধারণ কার্যাবলি নিয়ে আলোচনা করে-

ক. পৌরনীতি খ. সমাজবিজ্ঞান

গ. অর্থনীতি ঘ. সমাজকল্যাণ

৬. দৈহিক ও জৈবিক ক্রিয়া সচল রাখার চাহিদা পূরণ করে-

ক. সমাজকর্ম খ. চিকিৎসা পেশা

গ. নার্সিং ঘ. মনোচিকিৎসক

৭. মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রতিকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পেশা হলো-

i) সাংবাদিকতা

ii) চিকিৎসা

iii) আইন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. Iii খ. Ii গ. i এবং iii. ঘ. i

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৮ ও ৯নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

প্রশাসন এবং বিচার ব্যবস্থা সাধারণভাবে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি দমনের দায়িত্বপ্রাপ্ত বলে বিবেচিত। দুর্নীতি এমন একটি অপরাধ, যা সংগঠনকারি ব্যক্তি এবং এর নিরসনের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের গোপনীয় বোঝাপাড়ায় সংগঠিত হয়। আইনগতভাবে কোন সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের দুর্নীতি দূরীকরণ যাদের দায়িত্ব, তারা সে দায়িত্ব পালন না করলে, তারাও অনুরূপ দুর্নীতি করে।

৮. সুশাসনের বৈশিষ্ট্য হলো-

ক. জবাবদিহিতা ও আইনের শাসন
খ. বিকেন্দ্রীকরণ
গ. ক্ষমতার অপব্যবহার
ঘ. জবাবদিহিতা

৯. জনমত গঠনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পেশা কোনটি?

i) সমাজকর্ম
ii) সাংবাদিকতা
iii) আইন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. Ii
খ. ii এবং iii
গ. Iii
ঘ. i এবং ii

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

সমাজকর্ম ১ম পত্র

অধ্যায়ঃ ০৫ – সমাজকর্মের সাথে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা এবং পেশার সম্পর্ক

টপিক – ১৪ সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

টপিক ১৪: সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

উদ্দীপকটি পড় এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

বাংলাদেশে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা ব্যাপক হারে হ্রাসের জন্য খাতভিত্তিক বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী, দরিদ্রদের কর্মসংস্থান, উদ্ভাবনীমূলক প্রকল্প, ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে স্বকর্মসংস্থান প্রভৃতি বহুমুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। নারী পুরুষের বৈষম্য দূরীকরণ, নারীদের দক্ষ মানব সম্পদ হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে নারী উন্নয়ন নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। দরিদ্র মায়ের মাতৃত্বকালীন ভাতা, কর্মজীবী মহিলাদের জন্য হোস্টেল, শিশুদের জন্য দিবাযত্ন কেন্দ্র, মহিলা উদ্যোক্তাদের পণ্য বাজারজাতকরণে সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে।

ক. সামাজিক সম্পর্কের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সমাজকর্ম জ্ঞানের পাঁচটি শাখার নাম লিখ।

খ. নৃবিজ্ঞানের সংজ্ঞা দাও।

গ. উদ্দীপকে উল্লেখিত কর্মসূচিগুলো সমাজকর্মের অন্তর্ভুক্ত। কর্মসূচিগুলোর সাথে চিকিৎসা পেশা ও আইন পেশার সম্পর্ক মূল্যায়ন কর।

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত কর্মসূচিগুলোর সফল বাস্তবায়নে সমাজকর্ম জ্ঞানের বিভিন্ন শাখা এবং পেশার সমন্বিত প্রয়োগ আবশ্যক। বিশ্লেষণ কর।

THANK YOU